প্রেমের জয়

দ্বিতীয় সংস্করণ

১৯২৯

শ্রীরমেশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ ।

প্রেমের জয়।

(চলচ্চিত্রের জন্য গল্পোপন্যাস)।

পঞ্চভাগে সমাপ্ত।

পণ্ডিত শ্রীরমেশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ বি,এ,
রচিত।

—:o:—

শ্রীভূমিকাপদ বিশ্বাস (বর্ম্মণ) কর্ত্তৃক প্রকাশিত—
৫।১।৩ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সর্ব্বসত্ব সংরক্ষিত। ডাকমাশুল ব্যয় চারি আনা মাত্র।

প্রিণ্টার—শ্রীশশিভূষণ পাল,

মেট্‌কাফ্‌ প্রেস্‌

১৫ নং নয়ানচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অঞ্জলি।

ধর্ম্ম, স্বর্গ ও পরম তপ স্বরূপ পৃথিবীতে প্রত্যক্ষ দেবতা.

পরম পূজ্যপাদ পিতৃদেব

শ্রী. মুক্তেশ্বর মুন্সী জলধর জোয়ারদার

মহাশয়ের

শ্রীশ্রী.চরণ কমলে

একান্ত ভক্তির সহিত অর্পিত হইল।

ভক্তিপ্রণতঃ—গ্রন্থকার।

চিত্রোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

(চলচ্চিত্রের গল্পোপন্যাস)।

পুরুষ।

তেজনারায়ণ	বিশিষ্ট জমীদার।
নবীন কিশোর	ঐ একমাত্র পুত্র।
শান্তিময়	ঐ দরিদ্র প্রতিবেশী।
প্রবোধ	উচ্চ শিক্ষিত যুবক।
মণীঘোষ, সুধীর সান্যাল, অমিয় সেন, তুলসী বন্দ্যো	প্রবোধের বন্ধুগণ।
নীলমাধব	ঐ ভৃত্য।
উকীল বাবু	

জনৈক ব্রাহ্মণ, প্রতিবেশী, বরযাত্র, বাদ্যকর, গাড়োয়ান, কুলী হালুইকর, ইন্‌স্পেক্টর, দারোগা, বেহারা প্রভৃতি।

স্ত্রী।

হরসুন্দরী	তেজনারায়ণের পত্নী।
কমলা	শান্তিময়ের ঐ।
সুশীলা	ঐ কন্যা।
হরিপ্রিয়া	নবীনের জনৈক রক্ষিতা।

প্রবোধের মাতা, ঝি প্রভৃতি।

যাইবে। মাতা একমাত্র পুত্রের এই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ আর না রাখিয়া পারেন না, শেষে বলিলেন যে শান্তিময় দরিদ্র বটে কিন্তু শিক্ষাভিমানী সে যদি তাহার সহিত কন্যার বিবাহে সম্মত না হয়, তবে সেটা আমাদের পক্ষে মরণাধিক অপমান হইবে। বিশেষতঃ এত নিকটে বাস হেতু শান্তিময় পুত্রের চলন চরিত্র সম্বন্ধে সমস্তই জ্ঞাত আছে নিশ্চয়, যদি কন্যা দানে অস্বীকার করে, তখন মুখ থাকিবে কি করিয়া? কর্ত্তা যেরূপ আত্মসম্মান-জ্ঞান-সম্পন্ন, তিনি হয়ত এরূপ প্রস্তাব করিতে প্রাণান্তেও রাজি হইবেন না। পুত্র কোন মতেই না মানায়, অবশেষে মাতা তাহাকে চরিত্রবান হইবার সর্ত্তে এই প্রস্তাব করিতে রাজি হইয়া গেলেন, তিনি যেরূপেই হৌক শান্তিময়ের কাছে এ প্রস্তাব উত্থাপন করাইবেন। পুত্রও সুশীলা লাভের আশায় মায়ের পাদস্পর্শে প্রতিজ্ঞা করিল যে সুশীলাকে যদি দিবার ব্যবস্থা করেন তবে সে সমস্ত কদভ্যাস ত্যাগ করিয়া সচ্চরিত্র হইবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

তেজনারায়ণের শয়ন কক্ষ।

তিনি নিদ্রান্তে শটকায় ধূমপানে রত এমন সময় গৃহিণী ঐ প্রস্তাব উত্থাপনার্থ সহাস্য মুখে কর্ত্তার নিকটে পাণ সহ উপস্থিত হইলেন। নবীনকিশোর দ্বারের অন্তরালে লুকাইয়া সমস্ত শুনিতে লাগিলেন এবং সময়ে আশার আশায় উৎফুল্ল সময়ে সংশয়ে মৃয়মাণ সময়ে ঘৃণা ও ক্রোধে আত্মহারা হইয়া যাইতে লাগিলেন। কর্ত্তা কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া গৃহিণীর প্রস্তাব শুনিয়া যাইতে লাগিলেন, ও চিন্তা করিতে লাগিলেন, চিন্তাস্রোতে মাঝে মাঝে নল মুখে দিয়া টানিতেই ভুলিয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি

প্রথমাবধিই এ প্রস্তাবে নারাজ, শান্তিময় দরিদ্র হইলেও বিদ্বান ও আত্ম-মর্য্যাদা সম্পন্ন, সে যে সহজে তাঁহার পুত্রের ন্যায় কুলাঙ্গারকে কন্যাদানে রাজি হইবে না, এটা তিনি বেশই জানেন। সে ক্ষেত্রে এই দীন হীন ব্যক্তির কাছে পুত্রের বিবাহ প্রস্তাব করিয়া আত্ম মর্য্যাদা নষ্ট করিতে পারেন না। তাহা ছাড়া শান্তিময়ের বন্ধুপুত্র শ্রীমান প্রবোধকুমারের সঙ্গে শুনিয়াছেন সুশীলার বিবাহ প্রস্তাব অনেক দিন হইতেই চলিতেছে বন্ধুর মৃত্যুর পরে প্রবোধের মাতাও সুশীলাকে বধূ করিয়া পতির আদেশ পালনে সতত যত্নবতী; প্রবোধ শীঘ্রই এম এ পরীক্ষা দিবে, পরীক্ষা অন্তেই বিবাহ। সে নবীনকিশোরের চেয়ে সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ ও চরিত্রবান। এমতাবস্থায় সে কখনও নবীনের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি হবে না, শুধু অপমান সার। এক্ষেত্রে তিনি কখনও এরূপ অসঙ্গত প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারিবেন না। অবশেষে গৃহিণী অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া এইটুকু অনুমতি লইলেন যে গৃহিণীই প্রকারান্তরে প্রস্তাব পাঠাইয়া শান্তিময়ের মনোভাব জানিবেন, যদি রাজি করাইতে পারেন তাহাতে যেন কর্ত্তা বাধা না দেন বা আপত্তি না করেন। কর্ত্তা বলেন তাঁহাকে এর মধ্যে না জড়াইয়া তাঁহাদের যা খুশী করিতে পারেন ইহাতে তাঁহার কোনও ইষ্টাপত্তি নাই, রাজি থাকিলে বিবাহ দিতেও রাজি আছেন, ব্যয় ভারও বহিবেন; তবে তিনি যে এই প্রস্তাবের মধ্যে আছেন, একথা যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করা না হয়। অবশেষে এই সিদ্ধান্তানুযায়ী কার্য্য জন্য গৃহিণী দাসীকে ডাকিয়া অপর একজন প্রতিবেশীকে ডাকাইলেন। কর্ত্তা কক্ষ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বেই চলিয়া গেলেন। নবীন-কিশোর কক্ষে প্রবেশ করিয়া মাতা সহ নানা কথা উক্ত প্রতিবেশীকে শিখাইয়া শান্তিময়ের কাছে পাঠাইলেন। মোট কথা তাঁহারা যে প্রস্তাব করিতেছেন এটা শান্তিময় না টের পায়। আরও ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিতে

হইবে যে এ বিবাহ হইলে শান্তিময়ের সাংসারিক অবস্থাও ফিরিয়া যাইবে। অথচ বিবাহে কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে হইবে না। কন্যা তার রাজরাণী হইবে। প্রতিবেশী পুরস্কারের লোভে রাজি হইয়া তৎক্ষণাৎ শান্তিময়ের নিকট গমন করিলেন।

তৃতীয় দৃশ্য।

শান্তিময়ের বহির্ব্বাটী।

শান্তিময় আপন উদ্যানজাত তরকারী আনিয়া সুশীলার হাতে দিতেছেন। এমন সময় প্রতিবেশীটী আসিয়া উপস্থিত। সুশীলা তরকারী-গুলি আপন কোঁচড়ে লইয়া অন্দরে প্রবেশ করিল, তখন কন্যার বয়ঃপ্রাপ্তির সূত্রে ক্রমশঃ বিবাহের কথা, এবং হঠাৎ যেন বাড়ীর কাছে বেশ বড় ঘরে যোগ্য পাত্রের কথা মনে পড়ায় নবীনকিশোরের সঙ্গে সুশীলার বিবাহ প্রস্তাব উত্থাপন করিলে কেমন হয়, জানিতে চাহিলেন। শান্তিময় বলিলেন যে তিনি দরিদ্র, কাজেই ও সমস্ত বড় লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতায় তিনি ভয় পান। তাঁহার মৃত বন্ধুর সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান প্রবোধ-কুমারের সঙ্গে তার পিতা বর্ত্তমানেই কথাবার্ত্তা হয়, তাঁর মৃত্যুর পরে মাতা ও পুত্রও মৃতের শেষ আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সুশীলাকে বধূ করিতে প্রস্তুত আছেন। প্রবোধের পরীক্ষাটা শেষ হইলেই একটা দিন স্থির করিয়া শুভকার্য্য সম্পন্ন করিবেন, সুতরাং অন্য কোনও সম্বন্ধ উত্থাপন করিবার তাঁহার কোনও প্রয়োজন নাই। প্রস্তাবক তবু নানাবিধ বাজে তর্ক করিয়া ঘরের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিতে' নিষেধ করিলেন ও নবীন কিশোরের মত জামাতা লাভ যে নিতান্ত সৌভাগ্যবশতই হয় ইহা বুঝাইতে ত্রুটী করিলেন না। শান্তিময় বুঝিলেন নিশ্চয়ই ও পক্ষ হইতে প্রেরিত

ও অর্থে লুব্ধ হইয়াই ইনি এ প্রস্তাব করিতে আসিয়াছেন। কিন্তু তিনি বৃদ্ধ তেজনারায়ণকে জানিতেন, তিনি যে এরূপ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছেন এরূপ বিশ্বাসও তিনি মনে স্থান দিতে পারিলেন না। অবশেষে বলিলেন যে, সুশীলাকে হাত পা বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া দিবেন তব কুবেরের ঐশ্বর্য্যের বিনিময়েও তিনি নবীনের হাতে এই স্বর্ণ প্রতিমা তুলিয়া দিবেন না। প্রস্তাবক শান্তিময়ের দুর্ব্বুদ্ধির নিন্দা করিতে করিতে ক্ষুণ্ণ মনে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ দৃশ্য।

তেজনারায়ণের খিড়কী ঘাট।

নবীন কিশোর প্রস্তাবের ফলাফল জানিবার জন্য উপস্থিত। প্রস্তাবক ফিরিয়া আসিয়া আপনার ব্যর্থতা জ্ঞাপন করিলেন; জানাইলেন যে মেয়ের হাত পা বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া দিলেও তিনি নবীনকে জামাতা করিবেন না। এ হেন ঘৃণিত হীন ব্যক্তির এই ঔদ্ধত্য যে পিপীলিকার মরণ-পালক গজানর মত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহাদেরও উচিত নয় এ নিয়ে আর সে বেটা নরাধমকে খোসামোদ করা। নবীনের আদেশ পাইলে তিনি সুশীলা অপেক্ষা সহস্রগুণে সুন্দরীকন্যা আনিয়া তাঁহার সহিত বিবাহ দেওয়াইতে পারেন। কেবল আদেশের অপেক্ষা। নবীন 'হাঁ না' কোনও জবাব দিতে পারিলেন না, ঘৃণায়, লজ্জায়, অপমানে, অভিমানে, ক্রোধে কেবল মরমে গুমরাইতে লাগিলেন। প্রতিবেশী প্রবর সভয়ে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। এমন সময়ে সুশীলা কলসী কক্ষে উক্ত পুকুরের অপর ঘাটে জল লইতে আসিল। নবীন মুহূর্ত্তে মনোভাব গোপন করিয়া একবার শেষ চেষ্টা করিতে কৃত সঙ্কল্প হইয়া সেই ঘাটে

গেলেন। সুশীলা জল লইয়া উপরে উঠিলে, নবীন যখন দেখিলেন যে নিকটে অপর কেহ নাই, তখন সাহসে ভর করিয়া সুশীলার হৃদয় জয় করিবার জন্য নানাবিধ ভাবের অভিনয় করিয়া অতি বিনীতভাবে প্রস্তাব করিয়া ফেলিলেন। সুশীলা সলজ্জভাবে প্রথম কোনও উত্তর দেন নাই, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া অবশেষে বলিলেন, 'আমি তার কি জানি? বাবা যা করবেন তাই হবে, আপনি পথ ছাঁড়ুন নইলে আমি চেঁচাব।' পিতার ভয়ে ভীত নবীন পথ ছাড়িয়া দিলেন, তবে শাসাইয়া রাখিলেন যে, সহজে বিবাহে রাজি না হইলে ঘৃণিতা বারনারীর ন্যায় তার পদসেবায় বাধ্য হইতে হইবে; প্রবোধকে এজন্য যদি হত্যা করিতে হয় তাতেও সে পশ্চাৎপদ হইবে না। তাহার পথের কণ্টক দূর করিতে সে প্রাণপর্য্যন্ত পণ করিবে। সুশীলা চলিয়া গেলে, নবীনকিশোর আপনার পৈশাচিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ জন্য নানা চিন্তা করিয়া অবশেষে তাঁহার কুকার্য্যের সহচরগণের সহায়তা গ্রহণে চলিলেন।

পঞ্চম দৃশ্য।

জঙ্গল প্রদেশ।

নবীনকিশোর ও কয়েকজন গুণ্ডা ও একটা হীনশ্রেণীয়া স্ত্রীলোকের প্রবেশান্তর অনেকক্ষণ ধরিয়া সকলের পরামর্শ চলিল। শেষে স্থির হইল, বিবাহের পূর্ব্বে আর কোনও গোলযোগ করিবার প্রয়োজন নাই। বিবাহের দিনে শান্তিময়ের গৃহে অগ্নি সংযোগ করিয়া, ভুলাইয়া সুশীলাকে একখানি শিবিকা যোগে দূর গ্রামে নবীনের কোনও বাধ্য প্রজার বাড়ীতে লইতে হইবে পরদিন রাত্রিযোগে তাহাকে মিষ্টবাক্যে ভুলাইয়া কলিকাতা লইয়া যাইবার ছলে যশোহর জেলার অন্তর্গত এক ক্ষুদ্র নদীর ধারে

পুরাতন পড়ো কুঠি বাড়িতে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে। এবং ক্রমে তাহার মন নরম করিয়া বিবাহ করিবে। স্ত্রীলোকটী দাসী বেশে শান্তিময়ের বাটীতে কার্য্য স্বীকার করিবে। অপর এক ব্যক্তি ভৃত্য হইয়া শান্তিময়ের কার্য্য করিতে স্বীকার করিবে। তবে বিবাহের পূর্ব্বে এরূপ দাস দাসী রাখিবার তাহার কোনও কারণ নাই, কাজেই বিবাহের সময় ঠিকা ঝি ও চাকররূপে দুই জন শান্তিময়ের সংসারে প্রবেশ করিবে স্থির হইল। নবীনের নিকট অর্থ লইয়া যে যার স্থানে প্রস্থান করিল। নবীন, আশা আশঙ্কার সংশয় দোলায় দুলিতে দুলিতে সে স্থান ত্যাগ করিলেন ।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

প্রবোধের মেসের একটী কক্ষ।

প্রবোধ পাঠে নিযুক্ত, হরকরা আসিয়া একখানি খামে মোড়া চিঠি দিয়া গেল। প্রবোধ খাম ছিঁড়িয়া পত্রখানি পাঠ করিলেন, তাহা এইরূপ,—

শ্রীশ্রীদুর্গা

সহায়

লোকনাথপুর

২৩এ আষাঢ় ১৩২৮

শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু,

অনেকদিন আপনার সংবাদ জ্ঞাত নহি। এদিকে মহাবিপদ উপস্থিত, আমাদের জমীদার পুত্র নবীন বাবু আমাকে বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তাব পাঠান, বাবা তাহাতে রাজি না হওয়ায় নবীনবাবু ভাষণ রাগিয়া গিয়াছেন, তিনি শাসাইয়া গিয়াছেন যে আমাকে পাইবার জন্য যদি আপনাকে হত্যা করিতে হয় তাতেও তিনি পিছাইবেন না। দুষ্ট-

লোকের অসাধ্য কার্য্য নাই, আপনি সাবধানে থাকিবেন। আমরা ভাল আছি, কুশল লিখিবেন। নিই! আপনার স্নেহের সুশীলা।

পত্র পাঠে প্রবোধ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন। ক্রোধে, ঘৃণায়, বিরক্তিতে তাঁহার ওষ্ঠাধর কাঁপিতে লাগিল। তিনি অনেকক্ষণ কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে কাগজ কলম লইয়া চিঠি লিখিতে বসিলেন, প্রথম ২।৩ খানা কাগজ নষ্ট হইয়া গেল। সেগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ৪র্থ খানি শেষ করিলেন, তাহা এইরূপ ;—

শ্রীশ্রীহরি

শরণং

৭৮নং হ্যারিসন রোড কলিকাতা

২৪এ আষাঢ় ১৩২৮

স্নেহের সুশীলা,

কোনও ভয় নাই, রক্ষাকর্ত্তা ভগবান। তিনি যদি রক্ষা করেন তবে নবীন কি ছার! যমকেও ডরাই না, মৃত্যু একদিন আছেই। কিন্তু স্থির জেনো মরণভয়ে কাপুরুষের মত কাতর হইব না। আমি সাবধানেই আছি জানিও। তুমি আর পূর্ব্বের মত ঘাটে পথে একা চলিও না। সাবধান! ভালআছি কুশল চাই। তোমার পিতা মাতাকে আমার প্রণাম দিও, তুমি আমার স্নেহাশীষ জানিও। ইতি আঃ—শ্রীপ্রবোধ।

পত্র লিখিয়া একবার দুবার বার বার পাঠ করিলেন, পরে খামে পুরিয়া ঠিকানা লিখিয়া টিকেট লাগাইয়া তখনই ডাকে দিবার জন্য জামা জুতা লইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

সপ্তম দৃশ্য।

তেজনারায়ণের কক্ষ।

তেজনারায়ণ ও গৃহিণী কথোপকথনে রত আছেন, প্রস্তাবক প্রতিবেশী আসিয়া নানা অলঙ্কারে শান্তিময়ের প্রত্যাখ্যানের কথা জ্ঞাপন করিলেন। গৃহিণী ক্রোধে অধীরা হইলেন, কিন্তু কর্ত্তা শান্তিময়ের তেজস্বিতার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। প্রতিবেশীটী চলিয়া গেলেন কর্ত্তাও গৃহিণীকে মিষ্ট বাক্যে প্রবোধ দিয়া ও সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে অনুরোধ জানাইয়া চলিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে নবীনকিশোর কক্ষে প্রবেশ করিলেন, মাতাও নবীনকে বুঝাইলেন যে ওরূপ দাম্ভিক ছোট লোকের মেয়েকে ঘরে আনিলে নিজেদেরই অপমান। তিনি নিজে চেষ্টা করিয়া উহা অপেক্ষা শতগুণে সুন্দরী কন্যা আনিয়া বধূ করিবেন। কিন্তু 'চোরা না মানে ধর্ম্মের কাহিনী' নবীন কিছুতেই বুঝিল না তাহার আরও জেদ বাড়িয়া গেল মাত্র। সুশীলাকে ধর্ম্মপত্নীরূপে না পাইলেও অন্ততঃ উপভোগ্যা রক্ষিতা রূপেও তাহাকে সে আয়ত্বে আনিবেই আনিবে। তাহাকে জব্দ করাই এখন নবীনের একমাত্র ইচ্ছা। ইহাতে মাতাও দুঃখিতা হইয়া অভিমানে কক্ষ ত্যাগ করিলেন। নবীন আপন দুরভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য জীবন পণ করিয়া দৃঢ় সংকল্প সহ কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

(প্রথম ভাগ সমাপ্ত)।

দ্বিতীয় ভাগ।

—০:*:০—

প্রথম দৃশ্য।

শান্তিময়ের কুটিরের দাওয়া।

শান্তিময় একখানি সংবাদ পত্র পাঠ সহ তামাক সেবন করিতেছেন, অকস্মাৎ মুখ অত্যন্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, তিনি সোৎসাহে কমলাকে ডাকিলেন। তিনি আসিলে সানন্দে কাগজ দেখাইয়া অত্যন্ত হাসিতে লাগিলেন, গণ্ডে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। গৃহিনী কাগজ দেখিলেন লেখা আছে ১। প্রবোধ কুমার মজুমদার, ইউনি। ২। সুধীরকুমার সান্যাল, ঐ ৩। (তুলসীদাস বন্দ্যো, ঐ। হরিহর দাস গুপ্ত, ঐ) ৪ মনিমোহন ঘোষ, ঐ।

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন, 'এসব কি?' শান্তিময় বুঝাইয়া দিলেন, এমে পরীক্ষার ফল। আমাদের প্রবোধ এমেতে ফার্ষ্ট ক্ল্যাস ফার্ষ্ট হইয়াছে। এইবার একটা দিন স্থির করিয়া অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যেই বিয়েটা দিয়ে ফেলি. সুশীলারও বয়স হয়েছে আর রাখা চলে না। বিশেষতঃ বাড়ীর কাছে প্রবল শত্রু কখন কি ক'রে বসে তার ঠিক নাই। তখন প্রবোধের মাতার কাছে পত্র লিখিবার উদ্যোগ হইতে লাগিল। এমন সময়ে পিয়ন একখানি খামে মোড়া পত্র ও একখানি পোষ্টকার্ড আনিয়া শান্তিময়ের হাতে দিয়া গেল। পোষ্টকার্ড প্রবোধের লেখা সংক্ষেপে পাশের সংবাদ দিয়া আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়াছে। দ্বিতীয়খানা এইরূপ:—

শ্রীশ্রীদুর্গা
সহায়।

গোবিন্দপুর
বুধবার।

মহিমবরেষু,

ভগবানের কৃপায় আমার পুত্র শ্রীমান্ প্রবোধকুমার মজুমদার বাপা এম এ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান পাইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে। এক্ষণে আমি আমার স্বর্গগত পতিদেবের ইচ্ছানুসারে আপনার কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী সুশীলা মাতাকে বধূরূপে এ বাটীতে আনিতে ইচ্ছা করি, আশা করি আগামী অগ্রহায়ণ মাসে একটা শুভদিন স্থির করিয়া মহাশয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন ও যথা সময়ে এ অধমাকে তাহা জানাইবেন।

যৌতুকস্বরূপ আমি অন্য কোনও বাজে জিনিষ লইব না। আপনাদের স্বামীস্ত্রীর ঐকান্তিক শুভ ইচ্ছাই আমার একমাত্র দাবী, তাহার এতটুকু কম হইলে আমি রাজি হইব না জানিবেন। তাহার অধিকও কিছু আমার প্রার্থনীয় নাই। আমরা ভাল আছি, আগামীতে আপনাদের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল দানে সুখী করিবেন। নিবেদন ইতি—

আপনার অভেদাত্মাবন্ধু-পত্নী
প্রবোধের মাতা।

পত্রপাঠ করিয়া শান্তিময় পূর্ব্ব লিখিত পত্রখানি ছিন্ন করিয়া এই পত্রের উত্তর লিখিলেন :—

শ্রীশ্রীহরি
শরণং।

লোকনাথপুর
শুক্রবার।

মহিমাবরাসু,

আপনার পত্র পাইবার পূর্ব্বেই শ্রীমানের পাশের সংবাদ সংবাদপত্রে

পাঠ করিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইয়াছি। আমিই বিবাহের দিনস্থির করিবার জন্য আপনাকে পত্র লিখিতে যাইতেছিলাম, এমন সময় আপনার পত্র পাওয়ায় সে পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আপনার পত্রের উত্তর লিখিতেছি। যৌতুক আপনি যাহা চাহিয়াছেন তাহা বহুদিন পূর্ব্বেই আমরা উভয়ে হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে দিয়া আসিতেছি, নূতন করিয়া আর কি দিব? আর মাতা সুশীলাকে ত আমার স্বর্গগত বন্ধুকে বহুদিন পূর্ব্বেই দিয়া রাখিয়াছি, তিনিও তাহাকে জীবিতকালেই পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রকৃত দান সেত বহুদিন পূর্ব্বে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এখন একটা লৌকিক অনুষ্ঠান মাত্র করিতে হইবে, সেটা আপনার আদেশ হইলে অগ্রহায়ণ মাসের যে কোনও শুভদিনে সম্পন্ন করা যায়। আমরা ভাল আছি। সতত কুশল সমাচার দানে বাধিত করিবেন। নিবেদন ইতি।

আপনার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী
শান্তিময়।

পত্র লেখা হইল তখনই তাহা ডাকে দিবার জন্য তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কলিকাতা, হ্যারিসন রোডস্থ একটী মেসের দ্বিতল কক্ষে প্রবোধের কয়েকজন বন্ধু বরযাত্র যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। সহরের বন্ধুগণ পাড়াগাঁয়ে যাইতেছেন, একসঙ্গে অনেক সাধ মিটাইবেন। অনুষ্ঠানও তদনুযায়ী চলিতেছে। মণিমোহন ঘোষ জমিদারের ছেলে, তাহাতে আবার ডেপুটীগিরিতে মনোনীত হইয়াছেন, তিনি আপনার বন্দুকটী

লইয়া চলিলেন পাখী প্রভৃতি শীকার করিবেন। অমিয়নাথ সেন তাঁহার টর্চ্চ লাইট লইলেন, সুধীর সান্যাল একটী বাইনোকিউলার, তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায় গরীবের ছেলে তিনি আর কিছুই লইতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন—আমি তোমাদের 'বয়' হইয়া যাইব। অবশ্য মেসের পুরাতন ভৃত্য নীলমাধব সঙ্গে চলিল। একটী নূতন ক্যাম্বিশের ব্যাগে শালপাতায় মোড়া চপ, কাট্‌লেট্‌, ডেভিল, বিস্কুট, রুটী প্রভৃতি একখানি তোঁয়ালেতে জড়াইয়া লইয়া চলিলেন। ট্রেণ হইতে নামিয়া ঘোড়গাড়ীতে গিয়া নদী পার হইবার সময় নৌকায় বসিয়া 'ব্রেকফাষ্ট' করা যাইবে। তখনি একখানি সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী ডাকিয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনে গিয়া ট্রেণে চাপিলেন। রাত্রি ৪টার সময় তাঁহারা ট্রেণ হইতে নামিলেন।

তৃতীয় দৃশ্য।

সে রাত্রিটুকু ষ্টেশনের বিশ্রাম কক্ষে কাটাইয়া, ভোরে একখানি ঘোড়গাড়ী ভাড়া করিয়া রওনা হইলেন। সেদিন বিবাহের যোগ থাকায় গাড়ী পাওয়াই ভার, একজন প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ অন্য গাড়ীতে সুবিধা না পাইয়া বাবুদের শরণাপন্ন হইলেন; ও তাঁহাদের অনুমতি লইয়া ছাতে তাঁহার ক্যাম্বিশের ব্যাগটী লইয়া বসিলেন। ভৃত্য নীলমাধবও বাবুদের ট্রাঙ্কটী ছাতে রাখিয়া তাহার পার্শ্বে ব্যাগটী স্থাপন করিয়া গাড়োয়ানের সঙ্গে কোচবাক্সে বসিয়াছে।

চতুর্থ দৃশ্য।

ঘাটে আসিয়া ব্রাহ্মণ একটী ব্যাগসহ নামিয়া পড়িলেন ও গাড়োয়ানের পয়সা ট্যাঁক্ হইতে লইয়া চুকাইয়া দিলেন। ভৃত্য ট্রাঙ্ক ও ব্যাগসহ নামিয়া

বাবুদের জন্য একখানি নৌকা স্থির করিলে, বাবুরা ঘোড়গাড়ীর ভাড়া চুকাইয়া দিয়া নৌকায় উঠিলেন। ব্রাহ্মণ স্নানে নামিয়া পড়িলেন। স্নানান্তে ব্রাহ্মণ আপন ব্যাগ খুলিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও বস্ত্র একখানিও পাইলেন না। তৎপরিবর্ত্তে পাইলেন একখানি তোঁয়ালে, তন্মধ্যে শালপাতায় জড়ানো—আরে রাম রাম—ম্লেচ্ছজনোচিত কতকগুলি অখাদ্য! ছি ছি, ব্রাহ্মণ কোথায় প্রাতঃস্নানান্তে শুদ্ধ শান্ত হইয়া কৌষেয় বস্ত্রাদি পরিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিবেন, না এই অস্পৃশ্য স্পর্শ করিতে হইল। সে যাহৌক এখন বস্ত্র পরিবর্ত্তনের উপায় কি? অনেক তর্জ্জন গর্জ্জন, অবশেষে হীনচেতা ম্লেচ্ছাচারী যুবকগণকে নরকগমনের সুব্যবস্থা করিয়া তিনি ব্যাগ হইতে সমস্ত বাহির করিয়া ফেলিলেন ও ব্যাগ ও তোঁয়ালে ধুইয়া তখনকার মত উড়ানিখানি পরিয়া বস্ত্রখানি শুকাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিলেন। নিকটের কৌতুহলী জনতা মধ্যস্থ কয়েকটী নিম্নশ্রেণীর বালক চপ প্রভৃতির সদ্গতি করিতে লাগিয়া গেল।

পঞ্চম দৃশ্য।

ওদিকে নৌকায় উঠিয়াই নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া হইল। যুবকগণ মুখ হাত ধুইয়া সকলে জলযোগের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ‘বয়’ তুলসীর প্রতি খাবার পরিবেশনের ভার পড়িল। তুলসী ব্যাগ খুলিয়া প্রথমেই একখানি কুশাসন বাহির করিয়া সুধীর সান্ন্যালের হাতে দিলেন। সুধীর তাহা পাতিয়া বসিলেন। একখানি নামাবলী বাহির করিয়া মণিঘোষকে দিলেন। তিনি বলিলেন “এসব কি কচ্ছিস ক্ষিধের সময় ওসব ভাল লাগে না, তোঁয়ালে খোল।” তুলসী ধীর ও স্থিরভাবে সকলকে ‘সবুর’ করিতে বলিয়া মেওয়ার প্রতীক্ষা করিতে বলিলেন ও একখানি কৌষেয়

বসন বাহির করিয়া অমিয় সেনকে দিলেন। এইরূপে কোশা, কুশী, তাম্রপাত্র প্রভৃতি একে একে বাহির করিয়া বন্ধুগণকে একে একে পরিবেশন করিয়া শেষে হরিনামের ঝুলিটী লইয়া তন্মধ্যে হাত প্রবেশ করিয়া দিয়া নিতান্ত ভক্তের ন্যায় জপে নিযুক্ত হইলেন। সকলে অবাক হইয়া থাকিয়া শেষে হাসিতে আরম্ভ করিলেন। এবং তাঁহাদের মত ব্রাহ্মণও যে হতভম্ব হইয়া তাঁহাদিগকে মধুর সম্ভাষণাদি করিতেছেন, তাহাও সকলে বেশ বুঝিয়া লইলেন। অগত্যা ট্রাঙ্ক খুলিয়া স্পিরিটষ্টোভ বাহির করিয়া চায়ের যোগাড় চলিল ও টীন কাটিয়া বিস্কুট বাহির করিয়া প্রাতরাশ সম্পন্ন করিলেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

লোকনাথপুরের পল্লীপথ।

প্রবোধকুমারের বিবাহের শোভা যাত্রা। একখানি পাল্কীতে বরবেশে প্রবোধ, তন্মধ্যে একটী বালক নীতবর বেশে উপবিষ্ট। অগ্রে পশ্চাতে গোগাড়ীতে বরযাত্রগণ, বালক, বৃদ্ধ, যুবা, নানাবেশে চলিয়াছেন বাদ্যকর ২।৩ দল। বরযাত্রগণ মধ্যে ৮।১০ জন অশ্বারোহীও আছেন, তন্মধ্যে প্রবোধের বন্ধুগণও আছেন। বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইলে কন্যাপক্ষ হইতে প্রত্যুদ্গমনার্থ কয়েকজন আসিলেন। এই সময়ে কয়েকটী বোমা ও আতসবাজী পোড়ান হইল। সকলেই নিজ নিজ বস্ত্রাদি ঠিক করিয়া লইয়া একটু সভ্য ভব্য হইয়া লইলেন।

সপ্তম দৃশ্য।

বাসা বাটী

আদর অভ্যর্থনা, প্রভৃতি চলিতে লাগিল।

অষ্টম দৃশ্য।

শান্তিময়ের বহির্ব্বাটী।

নূতন ভিয়ান ঘরে মিঠাই প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে, বালক বালিকাগণ লোলুপ দৃষ্টিতে সে সব দেখিতেছে ও নিজ নিজ আত্মীয় অভিভাবকগণকে গোপনে উহা পাইবার জন্য অনুরোধ, আবদার প্রভৃতি করিতেছে। অনেক যুবক ও বৃদ্ধও লুব্ধদৃষ্টিতে বারংবার উহার নিকটে ঘুরিতেছেন ও কারণ অকারণে হালুইকরগণকে অযাচিত যুক্তি পরামর্শাদি দিয়া খাদ্যাদি ভালমন্দ পূর্ব্বাহ্নে পরীক্ষা করানর প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিতেছেন ও বালক বালিকাদের দিয়া পরীক্ষা করাইতেছেন। তাহাদের কথায়ও বিশ্বাস করিতে না পারিয়া অগত্যা নিজেরাই পরীক্ষার্থ ২।৪ খানা করিয়া চাখিয়া দেখিতেছেন।

নবম দৃশ্য।

অন্দরে ছাদনা তলায় আলিপনা প্রভৃতি দেওয়া হইতেছে, বৈবাহিক আয়োজন চলিতেছে। গয়লা দধি ও ক্ষীরের ভার লইয়া আসিতেছে। দাস দাসী আত্মীয় আত্মীয়া নানাবিধ কার্য্যে ব্যস্তভাবে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কেহ কুকুর তাড়াইতেছেন, ছেলে পিলেরা ঝগড়া বিবাদ মারা মারি করিতেছে; ভিখারি কিছু খাইতে চায়। ইত্যাদি নানাবিধ ব্যাপার চলিতেছে।

অকস্মাৎ বহির্ব্বাটীতে চীৎকার শব্দ শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া পরক্ষণেই উর্দ্ধশ্বাসে সেইদিকে ছুটিল। বাটীর মেয়েরা যে যার মত ঘরে যাইয়া দ্রব্যাদি বাহিরে বাহির করিতে লাগিল. সমস্তই যেন গোলমেলে ভাবে চলিতে লাগিল।

দশম দৃশ্য।

ভিয়ান ঘরে দাউ দাউ অগ্নি জ্বলিতেছে ব্রাহ্মণগণ খাবারের চেঙ্গারী লইয়া মিঠাই প্রভৃতির টীন ও হাঁড়ী প্রভৃতি লইয়া আতঙ্কে যে যার মত স্থানান্তরে যাইতেছে, লোভী ছেলে ও বয়স্কগণ সেই ফাঁকে কিছু হস্তগত করিবার চেষ্টায় আছে, কেহ বা কলসী বালতি লইয়া জল আনিয়া চালায় ছিটাইয়া দিতেছে। কেহ পার্শ্ববর্ত্তী অন্য ঘরের চালায় উঠিয়া জল ঢালিয়া চালা ভিজাইতেছে, কেহ ভিজা কাঁথা, কম্বল, সতরঞ্চ, প্রভৃতি পার্শ্ববর্ত্তী চালায় আচ্ছাদন দিতেছে,কেহ বা কেবল লাফাইয়া গর্জ্জন করিয়া চেঁচাইয়া সর্দ্দারী করিতেছে। শান্তিময় শিরে বক্ষে করাঘাত করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবার মত হইয়াছেন, অপর একজন ব্যক্তি তাঁহাকে ধরিয়া সান্ত্বনা করিতেছেন, কেহ বা পাখা লইয়া ব্যজন করিতেছেন, কেহ মস্তকে জল দিতেছেন।

একাদশ দৃশ্য।

একটী কক্ষে কয়েকটী মেয়ে সুশীলাকে কনে সাজাইতে ছিল, হঠাৎ কোলাহলে একে একে সকলেই বাহির হইয়া আসিল। সুশীলা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ার ন্যায় বসিয়া রহিল, এমন সময় নবীনকিশোরের

নিয়োজিতা দাসী আসিয়া ত্রান্তে সুশীলাকে বিপদবার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া অনুসরণ করিতে বলিল, জানাইল তাহারা তার মাতৃ আদেশে অন্য কোনও নিরাপদ স্থানে যাইতেছে। সুশীলা আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া তাহার অনুসরণ করিল। ক্ষণকাল পরে কমলা ঐ ঘরে আসিয়া কন্যাকে ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিলেন; দ্বার পার্শ্বে শয্যা নিম্নে, এক এক স্থান ২।৩ বার করিয়া অনুসন্ধান করিলেন। এমন সময় শান্তিময় হাঁফাইতে হাঁফাইতে গলদ্‌ঘর্ম্ম কলেবরে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন কিন্তু গৃহিণীর মুখে সুশীলার অপ্রাপ্তি সংবাদে শিরে করাঘাত করিতে করিতে বাহির হইয়া গেলেন। কমলাও কাঁদিতে কাঁদিতে পশ্চাতে গেলেন।

দ্বাদশ দৃশ্য।

খিড়কীর দ্বার সান্নিধ্যে একখানি শিবিকা।

দ্রুতপদে দাসীসহ সুশীলার প্রবেশ। উভয়ে কালবিলম্ব না করিয়া শিবিকায় উঠিল। দাসী পরে উঠিবার কালে ইঙ্গিতে বেহারা ও ভৃত্যকে ডাকিল। তাহারা আসিয়াই দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া নিঃশব্দে শিবিকা লইয়া প্রস্থান করিল। ক্ষণকাল পরে ২।৩ জন লোক একে একে ঐ পথে ভিতর বাহিরে যাতায়াত করিল ও পরস্পর মুখ ভাবে জানাইল যে এদিকে কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই, তবে খিড়কীর দ্বার খোলা ছিল এটা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছে। অবশেষে শান্তিময়সহ কয়েকজন আসিয়া শিবিকার চিহ্ন মাটীতে দেখিয়া নবীনকিশোরের দুষ্কার্য্য বুঝিয়া ছুটিয়া প্রতিকারার্থ চলিয়া গেলেন।

ত্রয়োদশ দৃশ্য।

বাসাবাটীতে সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া সংবাদের প্রতীক্ষায় আছেন। যুবক বন্ধুগণ একটা কোনও কার্য্যে ইহাদের সাহায্য করিবেন, এরূপ ভাবে প্রস্তুত আছেন। প্রবোধ বন্ধুগণকে ডাকিয়া সুশীলার পত্রের কথা সমস্ত জানাইলে সকলেই একবাক্যে বলিলেন, যে সমস্তই সেই দুর্ব্বৃত্তের ষড়যন্ত্র, নিশ্চয় এই সুযোগে সে কনেটীকে অপহরণের চেষ্টায় আছে, সাবধানতা অবলম্বন আবশ্যক। এখনই প্রস্তাব করা হৌক, পাত্রীকে এই বাসাবাটীতে আনিয়া সম্প্রদান করা হয়। লোক পাঠাইবার চেষ্টা চলিতেছে, এমন সময় শান্তিময় শ্রান্ত ক্লান্ত ও প্রায় মুমূর্ষুর মত আসিয়া জানাইলেন যে সুশীলাকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না, নিশ্চয়ই দুর্ব্বৃত্ত নবীনকিশোর লোকদ্বারা তাহাকে স্থানান্তরিত করিয়াছে। এই সময়ে জমীদার তেজনারায়ণ সিংহও তথায় আসিয়া উপস্থিত; সঙ্গে তাঁর অনেক পাইক বরকন্দাজ। তিনি সকলের মুখেই নবীনের উপর সন্দেহের কথা শুনিলেন, তাঁহারও বিশ্বাস হইল। তখনই তিনি কতক লোককে অগ্নি নির্ব্বাণে সাহায্য জন্য এবং কতক লোককে সুশীলার সন্ধানে পাঠাইয়া দিলেন। প্রবোধের বন্ধুগণ তখনই কেহ বন্দুক, কেহ টর্চ্চ ও কেহ বাইনোকিউলার সহ অশ্বারোহণে বহির্গত হইলেন। রাত্রির অন্ধকার তত গাঢ় নয়। আকাশে প্রায় পূর্ণচন্দ্র, দ্বাদশী বা ত্রয়োদশীর চন্দ্র বিরাজিত এবং মেঘমুক্ত।

চতুর্দ্দশ দৃশ্য।

পল্লীপথের দুধারী মাঠ।

শিবিকাসহ বেহারা ও ভৃত্যের প্রবেশ।

মাঠ হইতে উঠিয়া উচ্চরাস্তা পার হইয়া অপর মাঠে নামিয়া নানা জমীর ধার দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া দ্রুতগমণে পালাইতেছে। অগ্রহায়ণ মাসে জমীতে এখনও সমস্ত ধান্য কাটা হয় নাই। কোথাও সম্পূর্ণ কাটা হইয়াছে, কোথাও আংশিক কাটা হইয়াছে, ধান্যাদি আঁটী বদ্ধ ভাবে মাঠের মাঝে সাজান আছে, কোথাও গাদা দেওয়া আছে। কোথাও বা আকের ক্ষেতে শিবিকাবাহিগণকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে, এইরূপে তাহারা বহুদূর গেলে ৪।৫ জন অশ্বারোহী রাস্তার উপরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একজন টর্চ্চ জ্বালিয়া চারিদিকে আলো ফেলিলেন, একজন বাইনোকিউলার সাহায্যে সেইদিকে দেখিতে লাগিলেন। হঠাৎ একদিকে বাইনোকিউলার সাহায্যে দেখা গেল শিবিকাবাহী কয়েকজন লোক দ্রুতবেগে মাঠান জমী অতিক্রম করিতেছে। কয়েকজনই সেটা ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া, দ্রুতবেগে সেইদিকে অশ্ব ছুটাইয়া দিলেন। অশ্ব অতি কষ্টে ফসলের জমীর মধ্যে মাঠান পথে ঘুরিয়া ফিরিয়া ঈপ্সীত পথে ছুটিয়া চলিল। কিছু দূর গিয়া একজন অশ্বারোহী বন্দুকের একটা ফাঁকা আওয়াজ করিলেন। এই সময়ে শিবিকাবাহিগণ একটী আকের বা অড়হর ক্ষেত্রের আড়ালে আসিয়া পড়িল। তথায় তাহারা শিবিকা নামাইয়া সুশীলার মুখ বাঁধিয়া ক্ষেত্রের মধ্যে লইয়া গেল, ঝি ও ভৃত্য মাত্র তথায় রহিল। বেহারাগণ পুনরায় পাল্কী লইয়া মাঠ বহিয়া দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। এবারে অশ্বারোহিগণ প্রায় তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন। টর্চের আলোতে স্পষ্ট শিবিকাসহ তাহাদের দেখা যাইতে লাগিল।

একজন দুই হাতে মুখের কাছে 'ফনেলের' মত করিয়া চীৎকার করিয়া তাহাদিগকে থামিতে বলিলেন। ফলে তাহারা শিবিকা ফেলিয়া যে যেদিকে পারিল দৌড়িয়া পলাইয়া গেল। অশ্বারোহিগণ শিবিকার নিকট আসিয়া অশ্ব হইতে নামিয়া দেখেন তাঁহারা প্রতারিত হইয়াছেন। তখন ইতস্ততঃ সাধ্যমত অনুসন্ধান করিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়া অশ্বারোহণে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

বহুক্ষণ বাদে ভৃত্য লুকায়িত স্থান হইতে বাহির হইয়া সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া দেখিল যে অশ্বারোহিগণ বহুদূর গিয়াছেন, ফিরিবার সম্ভাবনা নাই; অথবা সুশীলার চিৎকারও আর শুনিতে পাইবেন না। তখন পুনরায় সেই লুক্কায়িত স্থান হইতে হাত পা মুখ বাঁধা সুশীলাকে লইয়া স্কন্ধে তুলিয়া ঝি সহ মাঠ পার হইয়া চলিল।

পঞ্চদশ দৃশ্য।

ভিন্ন গ্রামস্থ জনৈক প্রজার বাটী।

ভৃত্য সুশীলা ও ঝিসহ প্রজার গৃহদ্বারে আসিয়া ডাক ছাড়িল। প্রজা উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিয়া বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল। উত্তরে ভৃত্য নবীনকিশোরের আদেশ লিপি তাহাকে দেখাইলে, সে বাতী জ্বালিয়া তাহা পাঠ করিল ও সুশীলাকে ঝি সহ অন্দরে পাঠাইয়া দিল।

(দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত)

তৃতীয় ভাগ।

প্রথম দৃশ্য।

শান্তিময়ের বহির্ব্বাটী।

ভিন্নান ঘরের ভস্মাবশেষ ও পার্শ্বস্থ অপর একখানি অর্দ্ধদগ্ধ গৃহ ভগ্নাবস্থায় পতিত। ভূশয্যায় শান্তিময় উপবিষ্ট তেজনারায়ণ তাঁহাকে আশ্বাস দিতেছেন। অন্যান্য প্রতিবেশী ও বরযাত্রগণও নানাবিধ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। এমন সময় অশ্বারোহিগণ ফিরিয়া আসিলেন। সাগ্রহে সকলে তাঁহাদের বর্ণনা শুনিতে লাগিলেন, ৩।৪ জন করিয়া এক এক জনকে ঘিরিয়া ধরিয়া পৃথক পৃথক ভাবে বর্ণনা শুনিতেছেন। তেজনারায়ণ প্রভৃতির নিকটে মণিঘোষ সমস্ত বলিতেছেন। তেজনারায়ণ বাবু পুত্রের দুর্ব্ব্যবহারে মর্ম্মাহত। তিনি যে দুর্দ্দান্ত পুত্রের সঙ্গে পারিয়া উঠেন না, এ কথা জ্ঞাপন করিয়া সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। জানাইলেন সুশীলার উদ্ধারে তিনি অর্থ ও লোক জন দানে কুণ্ঠিত হইবেন না, তবে এ বিষয় লইয়া অধিক লোক জানাজানি না করাই ভাল, তাহাতে সুশীলার নামে অযথা কলঙ্ক বাহির হইতে পারে। গোপনে পুলিশের সাহায্যও লওয়া সঙ্গত, সেজন্য যে ব্যয় বাহুল্য হইবে, তিনি তাহা বহন করিবেন, ইহাতে পুত্রের কারাদণ্ড হইলেও তিনি সন্তুষ্ট বই অসন্তুষ্ট নহেন।

বন্ধুগণ ইহাতেই নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা সঙ্গত বোধ করিলেন না, তাঁহারাও সাধ্যমত অনুসন্ধান করিতে থাকিবেন। আপাততঃ শান্তিময় ঐবাটী ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় সপরিবারে যাইবেন। প্রচারঃ

করা হইল জনৈক প্রতিবেশীর বাটীতে সুশীলার জনৈকা সঙ্গিনীর সহিত সুশীলা গিয়া লুকাইয়া ছিল। আগুন নিভিলে তথা হইতে তাহাকে লইয়া কলিকাতায় যাইয়া বিবাহ দিবার জন্য শান্তিময় সপরিবারে কলিকাতা রওণা হইয়া গেলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গ্রামান্তর বাধ্য প্রজার গৃহ।

বাহক ও শিবিকাসহ ভৃত্যের আগমন, দাসী ও সুশীলার প্রবেশ।

উভয়ে শিবিকায় আরোহণ করিল। সুশীলা আজ আর কোনও বাধা দান করিল না, বুঝিল বলপ্রয়োগ বৃথা. তাহাতে উৎপীড়ন বাড়িবে বই কমিবে না। শিবিকায় উঠিলে সকলে বাটী হইতে নামিয়া ষ্টেষাণাভিমুখে যাত্রা করিল। কিয়দ্দূর আসিয়া নবীনকিশোর প্রভৃতির সহিত বাহকগণের মিলন হইল, আরও কিছুদূর আসিলে, অপর এক দলের সহিত সকলের সাক্ষাৎ হইল। কিছুক্ষণ বাক্‌বিতণ্ডার পরে উভয়পক্ষে মারামারী আরম্ভ হইল। একজন ভদ্রবেশধারী বন্দুক আওয়াজ করিতে লাগিলেন, তখন নবীনের সহযাত্রী পূর্ব্বদল আত্মসমর্পণ করিল, আগন্তুকগণের আদেশে সকলেরই বন্ধন ঘটিল, নবীন কিছু আস্ফালন করিলেও বন্ধনে বিশেষ কোন বাধা দিল না। বাহকগণ সভয়ে শিবিকা নামাইয়া পালাইতে যাইতেছিল। বন্দুক দেখাইয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করা হইল। শিবিকা হইতে সুশীলা বাহির হইলে একজন ভদ্রবেশধারী যুবা বিনয় সহকারে জানাইলেন, যে তাঁহারা প্রবোধের বন্ধু, তাঁহার উদ্ধারার্থ আসিয়াছেন। কোনও ভয় নাই, শান্তিময় সস্ত্রীক কলিকাতায় গিয়াছেন, তাঁহাকেও তাঁহারা অদ্যই তথায় লইয়া যাইবেন, সেখানে বিবাহ হইবে। লোকনাথ-

পুরের বাড়ী হঠাৎ পুড়িয়া যাওয়ায় এই বন্দোবস্তই হইয়াছে। সুতরাং সুশীলা বেশ আশ্বস্ত হইয়া পুনরায় শিবিকারোহণ করিলেন। এবারে আর দাসী সঙ্গে গেল না। যথাকালে শিবিকা ষ্টেষাণে উপস্থিত হইল।

তৃতীয় দৃশ্য।

রেলওয়ে ষ্টেষাণ, রাত্রিকাল।

সুশীলাসহ উক্ত ভদ্রবেশধারী ষ্টেষাণে উপস্থিত। টিকেট লইয়া গাড়ীর প্রতীক্ষায় আছেন। যথাকালে ট্রেণ থামিলে সুশীলাকে মেয়েগাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া কিছু টাকা তাঁহার হাতে দিয়া তিনি অন্য গাড়ীতে উঠিলেন। দাসী ও ভৃত্যসহ নবীনকিশোরও অপর এক গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

চতুর্থ দৃশ্য।

দিবা দ্বিপ্রহরে একটী পল্লীগ্রামস্থ ক্ষুদ্র রেলষ্টেষাণে ট্রেণ থামিল। সুশীলার সহযাত্রী ভদ্রবেশধারী আসিয়া সুশীলাকে ট্রেণ হইতে নামাইয়া বলিলেন, বেলা অধিক হইয়াছে, নিকটবর্ত্তী তাঁহার এক বন্ধুর বাড়ীতে আহারাদি করিয়া রাত্রের গাড়ীতে কলিকাতায় যাইবেন। সুশীলার আহারে রুচী ছিল না, কেবল বন্ধু ভদ্রলোকটীর আহারের জন্যই অগত্যা তথায় যাইতে রাজি হইলেন। অপর গাড়ী হইতে নবীন ও দাসী এবং ভৃত্য নামিয়া গা'ঢাকা হইয়া বাহির হইয়া গেলেন। সুশীলাকে একখানি শিবিকায় তুলিয়া দিয়া ভদ্রবেশধারী ষ্টেষাণের বাহিরে আসিয়া নীরব ইঙ্গিতে নবীনের কাছে কিছু বলিয়া গন্তব্য পথে চলিয়া গেলেন। নবীন ভৃত্য ও

দাসীসহ শিবিকার অনুসরণ করিয়া মাঠান পথ অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চম দৃশ্য।

অরণ্য মধ্যস্থ ক্ষুদ্র নদীতটে পুরাতন কুঠীবাড়ী।

নবীন চাবি দ্বারা তালা খুলিয়া ফটক খুলিয়া দিলে শিবিকা অন্দরে প্রবেশ করিল। ভিতরে যাইয়া বাহকগণ শিবিকা নামাইলে, নবীন শিবিকা খুলিয়া সুশীলাকে বাহিরে আসিতে বলিলেন। সুশীলা বাহির হইয়া নবীনকে দেখিয়া বিস্ময়ে অধীরা হইয়া পড়িলেন। নবীন পৈশাচিক হাস্য সহ বাহকগণকে অর্থদানে বিদায় দিয়া সুশীলাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, "তুমি এক্ষণে আমার বন্দিনী, কাহারও সাধ্য নাই এখানে তোমার সন্ধান পায়। এক্ষণে স্বেচ্ছায় আমাকে বিবাহ না করিলে বলপ্রয়োগে তোমার ধর্ম্ম নষ্ট করা হইবে। বিবেচনার্থ তোমাকে কিছুদিন সময় দেওয়া যাইতেছে, আপাততঃ এখানে আর কেহ থাকিবে না, এই দাসী ও ভৃত্য তোমার সেবার জন্য রহিল মাত্র; প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যই তাহারা সংগ্রহ করিয়া দিবে।" বন্দিনী হওয়া ছাড়া অন্য কোনও রূপ অসুবিধা তাহার হইবে না। জমীদারের পুত্রবধূর ন্যায় সমস্তই সে এখানে ভোগ করিতে পাইবে। নবীন এখন স্থানান্তরে যাইতেছে, মাঝে মাঝে আসিয়া দেখিয়া যাইবে। নিজের অবস্থা যেন ইতিমধ্যে সে বুঝিয়া বিবাহে প্রস্তুত কি না জানায়। সে অধিক দিন অপেক্ষা করিবে না। এই সব জানাইয়া নবীন চলিয়া গেল। দাসী নবীন-নির্দ্দিষ্ট একটী সজ্জিত কক্ষে সুশীলাকে লইয়া গেল। পূর্ব্ব হইতেই এই উদ্দেশ্যেই আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি দ্বারা ঘরটী সাজান ছিল। বাড়ীতে কোনও বস্তুরই অভাব নাই। একটী সবৎসা গাভীও আছে,

যাহাতে প্রত্যহ দুগ্ধের জন্যও স্থানান্তরে বা গ্রামান্তরে না যাইতে হয়। নিতান্ত আবশ্যক হইলে কেন ষ্টেষাণে গিয়া ভৃত্য লইয়া আসে এইরূপ উপদেশ দেওয়া রহিল। সুশীলা এই নির্জ্জন কুঠীবাড়ীতে বন্দিনী রহিলেন। নবীন ও তাহার দুষ্ট সঙ্গী কয়েকজন ভিন্ন এ কথা আর কেহই জানিল না। অভাগিনী সুশীলা নীরবে সমস্ত যন্ত্রণা সহ্য করিতে কৃতসংকল্পা হইলেন। প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হয় সেও স্বীকার তবু প্রবোধ ভিন্ন অন্য কাহারও হইবেন না প্রতিজ্ঞা করিলেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

প্রবোধের কলিকাতাস্থ মেস।

প্রবোধ, মণি. অমিয় প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া, সুশীলা-উদ্ধারের পরামর্শ চলিতেছে, সকলেই বিষণ্ণ ও চিন্তাকুল তবে প্রবোধ ভিন্ন সকলেই নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন ও বলিতেছেন। কিন্তু অপরের প্রতিবাদে সে উপায় ত্যাগ করিতেছেন। প্রবোধ একেবারে নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া আছেন, কোনও যুক্তিতর্ক তাঁহার কাণে যাইতেছে কি না সন্দেহ। মাঝে মাঝে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন, ও চোখে মুখে একটা ভীষণ প্রতিহিংসার ভাব জাগিয়া উঠিতেছে, আবার পরক্ষণেই হতাশার ম্লানিমায় সে জ্যোতিঃ বিলীন হইয়া যাইতেছে। বন্ধুগণ মধ্যে অমিয় সেন বলিলেন, “আমি নবীনদের বাড়ীতে চাকরী স্বীকার করিলে, নাম হবে আমার ‘রতীশচন্দ্র বিশ্বাস’ অবস্থায় অত্যন্ত দরিদ্র, লেখা পড়ায় বাঙ্গলার সঙ্গে ২।১টু ইংরাজি জানি, বাঙ্গলা লেখা পড়ায় ১০।১২৲ টাকা বেতনে হোক বা যা হোক একটা বেতন ও খোরাকীর বন্দোবস্তেই স্বীকার হইয়া যাইব, তাহার সঙ্গে এ পাড়া সে পাড়া বেড়াতেও আরম্ভ করিব, তাহার মনের কথা

জানিতে যত প্রকার দুর্নীতি আছে প্রত্যেক বিষয়ে তাহার অনুকরণ করিতে দ্বিধা করিব না, এক কথায় যেমন করিয়াই হোক নবীনের পেয়ারের এয়ার হইবই হইব। আমার সঙ্গীতেই তাহাকে আমি মাত করিব তাতেই চাকরীও বাগাইব। পরে কি করিতে পারি না পারি দেখা যাবে, অর্থাদির প্রয়োজন হইলে তোমরা তাহা যথাস্থানে গোপনে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবা। সাবধান, যেন ঘুণাক্ষরে তাদের কোনওরূপ সন্দেহ না হয়।" প্রবোধকে একথা বলা হইল। প্রবোধ 'তা বেশ' 'মন্দ কি ?' বলিয়া সায় দিলেন মাত্র কিন্তু বিশেষ আশার ভাব কিছুই দেখাইলেন না। ইতিমধ্যে তিনিও এক কঠোর সংকল্প স্থির করিয়া বসিয়াছেন। অমিয় ওরফে রতীশের নিকট তত্ত্ব পাইলে তিনিও গোয়েন্দাগিরিতে অবতীর্ণ হইবেন, এতে জীবন যায় সেও স্বীকার। সকলে চলিয়া গেলেন ; অমিয় 'শুভস্যশীঘ্রং' বলিয়া সেই দিনই দরিদ্রবেশে লোকনাথপুরে রওনা হইলেন।

সপ্তম দৃশ্য।

লোকনাথপুর।

তেজনারায়ণের সদর পুকুর ঘাট।

রতীশবেশী অমিয় একটী গামছা জড়ান ক্ষুদ্র পুটলী একটী পুরাতন ছাতা অর্দ্ধমলিন বস্ত্রাদি সহ প্রবেশ করিয়া হাত পা মুখ ধুইয়া কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে একটী সুন্দর গান ধরিলেন। এই শব্দ শ্রবণে নবীনকিশোর তথায় আসিয়া অলক্ষ্যে তাঁর গান শুনিতে লাগিলেন। গীত শেষে যেমন তিনি পার্শ্বে দৃষ্টি করিলেন অমনি নবীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ। নবীন অগ্রসর হইয়া নানা প্রশ্ন করিলেন, উত্তরে জানিলেন, রতীশচন্দ্র বিশ্বাস গরীব ভদ্র

সন্তান, সামান্য বাঙ্গলা লেখা পড়া ও ২।১টু ইংরাজী জানে ; ভাল গাইতে পারে, চাকরীর চেষ্টায় বাহির হইয়াছে, বহু স্থানে চেষ্টা করিয়াও কোন সুবিধা করিতে পারেন নাই। গেল রাত্রে আহার পর্য্যন্ত হয় নাই। নবীন তাঁহার সঙ্গীতে মুগ্ধ, কাজেই সহানুভূতিসূচক সম্ভাষণে সঙ্গে করিয়া বাড়ীতে লইয়া গেলেন।

অষ্টম দৃশ্য।

কাছারী বাড়ীতে তেজনারায়ণ ও নায়েব প্রভৃতি উপস্থিত। নবীন দ্বারের বাহির হইতে রতীশকে ভিতরে যাইয়া কর্ত্তাকে নমস্কার করিয়া প্রার্থনা জানাইতে ইঙ্গিত করিয়া সরিয়া পড়িলেন। রতীশ গৃহে প্রবেশ করিয়া তেজনারায়ণকে নমস্কার করিয়া নিতান্ত কাতর ভাবে নিজের অবস্থা জানাইলেন। তেজনারায়ণ নানাবিধ প্রশ্নপরম্পরায় তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিতে ছাড়িলেন না। কিন্তু রতীশবাবুও বিশেষ বিচক্ষণ কোনও প্রকারে ধরা পড়িলেন না। ৫৲ টাকা বেতন ও খোরাকী বন্দোবস্তে নায়েব ম'শায়ের সহকারীরূপে তাঁহার কার্য্য স্থির হইয়া গেল। রতীশ বিশেষ কৃতার্থ হইলেন জানাইয়া আর একবার নমস্কার করিলেন। তেজনারায়ণ চলিয়া গেলে নায়েব মহাশয় তাঁহাকে কার্য্যের নানা বিষয় শিক্ষা দিলেন। উপরি লওয়ায় তাঁহার বিপদ হইবে, তাহা যেন না করেন। তাঁহার বাধ্য হইয়া চলিলে বেশ দুপয়সা পাইবেন ও রাজার হালে থাকিতে পারিবেন। এই সব কথা শিখাইয়া দিলেন, রতীশ কার্য্যোদ্ধারের জন্য সমস্ত সর্ত্তই স্বীকার করিয়া গেলেন।

নবম দৃশ্য।

হরিপ্রিয়ার কক্ষ।

নবীনকিশোর ও রতীশের প্রবেশ।

হরিপ্রিয়া, নবীনকে সমাদরে বসাইলে, রতীশ একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। হরিপ্রিয়া বঙ্কিম কটাক্ষে রতীশের রমণীমোহন মূর্ত্তি বার বার দেখিতে লাগিল। মদে বিভোর নবীন সেদিকে খেয়াল দিল না। বাঁয়া তবলা টানিয়া লইয়া, রতীশকে আদেশ দিলেন একখানি গান গাইতে; রতীশ হারমোনিয়াম লইয়া গান আরম্ভ করিলেন; হরিপ্রিয়া একদৃষ্টে রতীশের দিকে চাহিয়া তাঁহার অঙ্গভঙ্গি সহ সঙ্গীতালাপ শুনিতে লাগিল। যেন সে নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়াছে। গান গাইতে গাইতে রতীশও হরিপ্রিয়ার এই ভাব লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনিও সুযোগ মত ২।১টী বিলোল কটাক্ষের বেতার সংবাদ দানে কুণ্ঠিত হন নাই। হরিপ্রিয়া কটাক্ষের উত্তরে রতীশের চরণে আত্ম সমর্পণ করিলেও, চোখের কথা মুখে বলিবার আশায় নয়ন ভঙ্গিতে নির্জ্জনে দেখা দিবার নিমন্ত্রণ জানাইয়া রাখিল, রতীশ স্মিত হাস্যে সে নিমন্ত্রণ গৃহীত হইল জানাইলেন। সঙ্গীত শেষে ২।১ গ্লাস মদ্যও চলিল, রতীশ মদ্যের পরিবর্ত্তে শুধু সোডা বা জিঞ্জারেড সেবন করিয়াই মাতলামীর ভাণ করিতে লাগিলেন। অবশ্য মদের বোতল হইতে মদ্য ঢালিবার অভিনয় করিতে ছাড়েন নাই। হরিপ্রিয়াও রতীশের দেখাদেখি মদ্য পান করে নাই। এবারে হরিপ্রিয়াকে একখানা গাইবার আদেশ হইল। রতীশ হারমোনিয়াম ধরিলেন, আজ গান বড় জমিল না। নবীন টিটকারী দিয়া কহিলেন, 'কেমন, আমাদের কাছে, ভারি ওস্তাদী ফলাও, বাবা, আজ ওস্তাদের সামনে সব বেতালা গাইলে বাবা। থাক; চল হে রতীশ, আর এক বাড়ী যাই, রতীশ

বলিলেন, যে তাঁহাকে এখন বিদায় না দিলে নায়েব মহাশয় চটিয়া যাইতে পারেন, হয়ত কর্ত্তার কাছে পর্য্যন্ত অভিযোগ হইতে পারে, শেষে কি গরীবের অন্ন মারা যাইবে? অগত্যা রতীশকে বিদায় দিলেন। রতীশ নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন। নবীনও হরিপ্রিয়ার ঘর ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবার জন্য বাহির হইলেন। হরিপ্রিয়া জানলায় গিয়া রতীশের গমন পথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। রতীশও কিছুদূর গিয়া একস্থানে দাঁড়াইয়া নবীনের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। নবীন মাতালভাবে তাঁহার অতি নিকট দিয়াই চলিয়া গেলেন দেখিয়া রতীশ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া হরিপ্রিয়ার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। হরিপ্রিয়া অতি সমাদরে তাঁহার কাছে আত্ম নিবেদন করিতে লাগিল। এদিকে পথিমধ্যে নবীনের সঙ্গে সেই ভৃত্যের সাক্ষাৎ হইল। নবীন তাহাকে সুশীলার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল, অনেক কথা আছে একটা নির্জ্জন স্থান ভিন্ন এসব বলা কহা ঠিক নহে। অগত্যা তখন উভয়ে ফিরিয়া পুনরায় হরিপ্রিয়ার গৃহদ্বারে করাঘাত করিলেন। হরিপ্রিয়া নবীনের কণ্ঠস্বর শুনিয়া ত্রাস্তে একটী শূন্য কাঠের সিন্ধুক মধ্যে রতীশকে আশ্রয় দিয়া সেটী সাবধানে বন্ধ করিয়া দ্বার খুলিয়া উভয়কে ঘরে ডাকিলেন। নবীন তখন হরিপ্রিয়াকে ভৃত্যের জন্য খাবার প্রস্তুত করিতে আদেশ দিয়া তাহাকে স্থানান্তরিত করিলেন। উভয়ের কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। রতীশ বাক্স মধ্যে বসিয়া সমস্তই শুনিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ বাক্যালাপের পরে উভয়ে বাহির হইয়া গেল। হরিপ্রিয়া আসিয়া সিন্ধুক খুলিয়া রতীশকে বাহির করিয়া দিলে, রতীশ হরিপ্রিয়ার বুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বিদায় লইলেন। সুশীলার সংবাদ যে এত শীঘ্র পাইবেন সে আশা করেন নাই। এই সংবাদের জন্য কায়মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া তিনি কলিকাতায় এ সংবাদ দিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন।

দশম দৃশ্য।

কলিকাতার মেস, মণিঘোষ প্রভৃতি উপস্থিত।

রতীশের দীর্ঘ পত্র পাইয়া সকলে আহ্লাদে উৎফুল্ল। এক্ষণে কি করিতে হইবে আলোচনা চলিতে লাগিল, এমন সময়ে প্রবোধ তথায় আসিলেন। সমস্ত কথা শুনিয়া তাঁহার মুখ আরও গম্ভীর হইল। ক্ষণেক নীরবে কি চিন্তা করিয়া সংক্ষেপে বলিলেন, "তোমাদের কিছুই করিতে হইবে না। যাহা করিতে হইবে আমিই করিব, তোমরা রতীশের সঙ্গে সংবাদ আদান প্রদান করিতে থাক। আমি আজই আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সহ যাত্রা করিব, ভগবান যাহা করেন।" তখনি প্রবোধ বাক্স খুলিয়া কিছু টাকা লইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

একাদশ দৃশ্য।

কুঠীবাটীর পরপারস্থ বনপ্রদেশে পাখীমারা বেশে প্রবোধ প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। পরে নদীর তীরস্থ একটী বড় বৃক্ষে আরোহণ করিয়া বিশেষ করিয়া সমস্ত দেখিতে লাগিলেন। দাসী কতকগুলি বাসন লইয়া পরপারে দেখা দিল ও ঘাটে বাসন মাজিতে লাগিল। ভৃত্যও ক্ষণপরে আসিয়া তাহার সহিত কথা কহিতে লাগিল। প্রবোধ কথা শুনিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু বুঝিতে পারিলেন না। পরপারে নদীর তীরস্থ একটী কক্ষ মধ্যে তিনি সুশীলাকে দেখিতে পাইলেন। আশায় আশান্বিত হইয়া দাসী ও ভৃত্যের গমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। থলের মধ্যে থেকে বাইনোকিউলার বাহির করিয়া ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন কক্ষ মধ্যে সুশীলা নিতান্ত বিষণ্ন মনে কখনও এদিক

ওদিক ঘুরিতেছেন, কখনও বা ক্লান্তি বশতঃ শুইয়া পড়িতেছেন, কিছুক্ষণ গৃহস্থিত দ্রব্যাদি অর্থশূন্য উদ্দেশ্যহীন ভাবে নাড়াচাড়া করিলেন পরে মেঝেয় একখানি সতরঞ্চ বিছাইয়া বিনা উপাধানেই উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িলেন। এই সময়ে বাসন মাজা শেষ হইলে ভৃত্য সহ দাসী বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিল। প্রবোধ বৃক্ষ হইতে নামিয়া তীরের সঙ্গে বৃক্ষপত্র গাঁথিয়া তাহাতে 'প্রবোধ' কথাটি লিখিয়া জানালা লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িলেন। এইরূপে ২।৪টী তীর ব্যর্থ হইয়া একটী তীর অবশেষে জানালার মধ্য দিয়া গিয়া সুশীলার পাদস্পর্শ করিল। সুশীলা পদে আহত হইয়া চমকিয়া উঠিলেন, এবং পত্র সহ বাণটী হাতে লইয়া দেখিলেন। পত্রে 'প্রবোধ' নামটী দেখিয়া আনন্দে অধীরা হইয়া উঠিলেন, ও জানালা-পার্শ্বে আসিয়া তাহার নীচে দৃষ্টি নিক্ষেপের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ওপার হইতে প্রবোধ সুশীলার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার জন্য একখণ্ড বড় মাটির ডেলা জলে নিঃক্ষেপ করিলেন, সেই শব্দে সুশীলার দৃষ্টি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইল। ছদ্মবেশের অন্তরালেও সুশীলা আপন হৃদয় দেবতাকে চিনিতে পারিল, ইঙ্গিতে মর্ম্মব্যথা জানাইল, প্রবোধও ইঙ্গিতে আশ্বাস দিয়া দ্রুত সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

(তৃতীয় ভাগ সমাপ্ত)

চতুর্থ ভাগ।

প্রথম দৃশ্য।

বনপ্রদেশ।

প্রবোধ নাটাই লইয়া তাহাতে মজবুত সূতা বাঁধিয়া জড়াইয়া রাখিতেছেন। মাঝে মাঝে সূতার কাঠিন্য পরীক্ষা করিতেছেন ও জড়াইতেছেন, এইরূপ জড়ান হইলে উহার একপ্রান্তে একটী তীর যোজনা করিয়া ধনু সাহায্যে নিক্ষেপ করিয়া দেখিতেছেন, তীরের সঙ্গে সঙ্গে বিনা বাধায় সূতা নাটাই হইতে বিচ্যুত হইয়া যায় কিনা, ২।৪ বার পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া। সূতা জড়াইয়া রাখিলেন, পরে তাহাপেক্ষা মোটা ও দৃঢ়তর সূতা গুলির আকারে প্রস্তুত রাখিলেন। পরে সরু ও মোটা ২।৩ প্রকারের দড়ি ঐ প্রকারে প্রস্তুত রাখিলেন; অবশেষে মোটা মোটা ২ গাছি নারিকেলের দড়া বা কাছিও সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন ঐগুলি যথাযথ ভাবে থলিতে বাঁধিয়া একটী প্রকাণ্ড মোট করিলেন। অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদিও যথাস্থানে রক্ষিত হইলে পকেট হইতে একখণ্ড রুটী বাহির করিয়া আহার করিলেন। অন্য পকেটে বোতলে জল ছিল, তাহা পান করিয়া ঐ মোটটী মাথায় লইয়া পূর্ব্বোক্ত স্থানে পৌঁছিলেন। ২ দিন অত্যন্ত বৃষ্টি হওয়ায় নদীর জল ও বেগ অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। প্রবোধ এক স্থানে লুকাইয়া রহিলেন সুশীলা দিনে ২ শত বারও জানালার ধারে প্রবোধের প্রতীক্ষায় আনাগোনা করিয়াছে। প্রবোধ গুপ্তস্থান হইতেও ইতিমধ্যে ৫।৭ বার সুশীলাকে কারাকক্ষের সিংহিনীর ন্যায় ছটফট করিতে দেখিয়াছেন। কিন্তু এতক্ষণ দাসী ও ভৃত্যের প্রাত্যহিক কার্য্য সম্পন্ন না হওয়ায় তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন।

যখন দেখিলেন, তাহারা আচমনাদি করিয়া বাসন প্রভৃতি মাজিয়া কুটীতে প্রবেশ করিল, তখন তিনি বুঝিলেন যে এখন আর সত্বর তাহাদের এধারে আসিবার সম্ভাবনা নাই। তখন তিনি গোপন স্থান হইতে আত্মপ্রকাশ করিয়া সুশীলার প্রতীক্ষায় রহিলেন, মুহূর্ত্তেই সুশীলা জানালার পার্শ্বে দেখা দিলেন। তখন প্রবোধ ধনুর্ব্বাণ দেখাইয়া তাঁহাকে জানালার ধার হইতে সরিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। সুশীলা সরিয়া গেলে, প্রবোধ তীরের ফলকে একখানি পত্র ২।৩ খানা বারি-সহ (water proof) তৈল-কাগজে (oil paper) আবৃত করিয়া গাঁথিয়া জানালা লক্ষ্য করিয়া ছুড়িলেন। ব্যর্থ হইল। সূত্র সাহায্যে বাণটীকে পুনরায় এ পারে আনিয়া, আবার নিক্ষেপ করিলেন, এরূপে ৩।৪ বার ব্যর্থতার পরে একবার তীরটী জানালার মধ্য দিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল. সুশীলা ক্ষিপ্র হস্তে বাণ হইতে পত্র লইয়া পাঠ করিলেন।

যথা :—"স্নেহের সুশীলা, এই তীর সংলগ্ন সূত্রটী এখন জানালার বাহিরে কোনও কিছুর সঙ্গে বাঁধিয়া রাখ। রাত্রে অপর সকলে ঘুমাইলে এদিকে জ্যোৎস্না উঠিবে, সেই সময়ে তুমি এই সূত্রটা ধীরে ধীরে টানিবে, তাহাতে অপেক্ষাকৃত মোটা আর একটা সূত্র পাইবে। তাহা টানিলে একগাছি দড়ি পাইবে ক্রমে ক্রমে ২টা মোটা দড়া পাইবে তাহাতে একটীতে 'নীচে' ও অপরটীতে 'উপরে' লেখা ২টী কাগজ পাইবে, 'নীচে' লেখাটাকে নীচে বাঁধিবে ও 'উপরে' লেখাটীকে জানালার উপরে বাঁধিবে এই দড়ির সেতু যোগে আমি তোমার কক্ষের নিকট পৌছিব, এবং উপস্থিত মত যেরূপে পারি তোমাকে এই পাপপুরী হইতে উদ্ধার করিব। সাবধান সূত্রটী যেন এখন কাহারও নজরে না পড়ে।" সূত্রের মধ্যভাগ নদীর জলে নিমজ্জিত রহিল। সুশীলা অত্যন্ত আনন্দে সূত্রগাছির শেষ প্রান্ত জানালার নীচে ঝুলাইয়া বাঁধিয়া রাখিলেন। পত্রখানি মেঝেয় পড়িয়া রহিল; প্রবোধের

সঙ্গে আকার ইঙ্গিতে ২।৪ কথা বলিয়া আপাততঃ বিদায় লইলেন। মেঝেয় উপুড় হইয়া পড়িয়া হাপুস নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন। কতক্ষণ এইভাবে গেল, কিছুক্ষণ পরে ঝি আসিয়া দ্বারে আঘাত করিল, সুশীলা উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিয়া আবার শুইয়া পড়িলেন। ঝি গৃহের মধ্যে যাহা কিছু করিবার ছিল করিয়া বিছানা ঝাড়িয়া বস্ত্রাদি কোঁচাইয়া যথাস্থানে রাখিয়া, যাইবার সময় হঠাৎ পত্রখানি তাহার নজরে পড়িতেই ত্রাস্তে সেখানি কুড়াইয়া বস্ত্রমধ্যে লুকাইয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া সুশীলাকে দ্বার রুদ্ধ করিতে বলিয়া গেল, সুশীলা দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া পূর্ব্ববৎ শুইয়া, রোদন করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কুটীর অপর একটী নিম্নতলের কক্ষে ভৃত্য বসিয়া গরুর জাব দিবার জন্য বঁটী'ত খড় কাটিতেছিল। এই সময়ে ঝি উক্ত পত্রসহ আসিল। পার্শ্বে একধারে গরু ও বাছুর বাঁধা আছে। ঝি আসিতেই ভৃত্য কার্য্য ছাড়িয়া ঝির কথা শুনিবার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিল। ঝি ইঙ্গিতে পত্রখানি দেখাইল বলিল সুশীলার ঘরে এখানি পাইয়াছে, এ চিঠি আসিল কোথা হইতে কে লিখিয়াছে? ভৃত্য চিঠি খানি হাতে লইয়া বেশ করিয়া পরীক্ষা করিল, কিন্তু সে লেখা পড়া জানে না, পত্রখানি নূতন তাহা বুঝিল কিন্তু কার লেখা তাহা বুঝিল না। তবে কি সুশীলা ঠাকুরাণী কাহাকেও পাঠাইবার জন্য লিখিয়াছে? তাই বা কেমন করিয়া হইবে সুশীলার কাছে ত লেখার কোনও সরঞ্জাম দেওয়া হয় নাই। নিশ্চয়ই অপর কেহ সুশীলাকে লিখিয়াছে। নবীন বাবু কি? উহুঁ, সে পত্রও সে ভিন্ন এখানে কে আনিবে? সমস্যার কথা বটে! নূতন পত্র কে লিখিল? এখানে আনিল

কে? ভাবনায় অস্থির হইয়া উঠিল। তাহার ভাব দেখিয়া ঝিও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। অবশেষে ভৃত্য লাফাইয়া উঠিল। এখনই ষ্টেষাণে যাইয়া বুকিং বাবুকে এ পত্র দেখান দরকার; বুকিং বাবু নবীন বাবুর এক বোতলের এয়ার, সে ছাড়া গতি নাই। তৎক্ষণাৎ উড়ানি ও ছাতা লাঠি লইয়া ভৃত্য বাহির হইল। ঝি গরুর জাব মাখাইয়া দিতে লাগিল ও বাছুরকে আদর করিতে লাগিল।

তৃতীয় দৃশ্য।

মাঠ।

দূরে ষ্টেষাণ ঘর দেখা যাইতেছে, ভৃত্য দ্রুতবেগে চলিয়াছে। দূরে একজন অশ্বারোহী দেখা গেল। হঠাৎ ভৃত্যের দৃষ্টি তাঁর প্রতি পড়িল, দাঁড়াইয়া ভাল করিয়া দেখিল, হাঁ ঠিকইত নবীন বাবুই ত আসিতেছেন। ঐ যে হাতে বন্দুক, ঠিক তাই, বাবুইত এখানে মাঝে মাঝে শিকার করিতে আসেন, ঐ সঙ্গে সুশীলা ঠাকুরাণীর সঙ্গে দেখা করিয়া যান। যাক ভালই হইল, ভৃত্য প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল; অশ্বারোহী অপর কেহই নহেন, নবীনকিশোরই স্বয়ং। নিকটাগত হইলে ভৃত্য ছাতা বন্ধ করিয়া নমস্কার করিয়া তাহার ষ্টেষাণে গমনের উদ্দেশ্য জানাইল, বাবুকে দেখিয়া আর অগ্রসর না হইয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে। পত্র বাবু দেখিলেন। দেখিয়া প্রথমে বিস্মিত, ক্ষণকাল মধ্যেই ক্রোধে ওষ্ঠাধর কাঁপিতে লাগিল। আবার মুহূর্ত্তে সে ভাব চলিয়া গেল, জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুশীলা কোথায়?" "কুঠীতেই আছেন, ভাল আছেন"। "ঠিক জানস ত!" "আজ্ঞে এর আর ভুল হবে কেন? আপনি ত যাচ্ছেনই, গেলেই দেখতে পাবেন।" "বেশ চল, আজ একেবারে মূলশুদ্ধ ধ্বংস করব। এত দিনে বাছাধনকে ঠিক

মুঠোর মধ্যে পেয়েছি, আজ যা শিকার করব এ জীবনে এমন শিকার কেউ কখন করে না। ঠিক সময়ে এসে পড়েছি, দেখি যাদু আর কতদিন ফোঁস কর।" এই বলিয়া পৈশাচিক আনন্দে আত্মহারা হইয়া ভৃত্যসহ দ্রুতবেগে কুঠিতে আসিয়া পৌঁছিলেন।

চতুর্থ দৃশ্য।

সুশীলার কক্ষ।

সুশীলা শুইয়া ছিলেন। হঠাৎ নিম্নতলে নবীনের কণ্ঠস্বর শুনিয়া ত্রাস্তে উঠিয়া ভিতরের দিককার জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিলেন, দেখিয়া ভয়ে আত্মহারা হইয়া গেলেন। যদি তাঁহাদের এই সাক্ষাতের সংবাদ পান তবে কি হইবে, এই কথা মনে হইতেই শিহরিয়া উঠিলেন। জানালায় বাঁধা সেই সূত্রগাছি একবার হাতে করিয়া দেখিলেন। একবার ভাবিলেন উহা ছাড়িয়া দেন, পরক্ষণেই আবার সে ভাব গেল; ভাবিলেন, সূত্রের কথা নবীন জানিবে কি প্রকারে? প্রবোধ যদি আজ আসেনই, না হয় আজ সূতা টানিবেন না। না হয় তিনি আজ ফিরিয়াই গেলেন। অথবা তাই বা কেন, সকলে ঘুমাইয়া গেলে সূত্র টানিবেন তাহলে ত আর কোনও আশঙ্কার কারণ নাই। ইহাতে অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া বিছানায় যাইয়া শুইয়া রহিলেন।

পঞ্চম দৃশ্য।

নিম্নতলে নবীন ভৃত্য ও দাসী সহ নানা বিষয় পরামর্শ করিতেছেন।

মাঝে মাঝে বন্দুকটী হাতে লইয়া পরীক্ষা করিতেছেন ও প্রবোধকে হত্যা করিয়া একেবারে নিশ্চিন্ত হইবেন এই আশ্বাসে মনে মনে বেশ সুখানুভব করিতেছেন। পরে ভৃত্য গাভী দোহন করিল, নবীন দুগ্ধের পরিমাণ দেখিয়া খুশী হইলেন। ঝি তামাকু দিয়া গিয়াছে, একখানি চেয়ারে বসিয়া গাভী দোহন কালে তামাকু সেবন করিলেন। তখনি চা প্রস্তুত হইল বাবু চা পান করিয়া বন্দুকসহ বাহির হইলেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রাত্রি দ্বিপ্রহর।

প্রবোধ পরপারস্থ বৃক্ষে একগাছি সূত্র হাতে লইয়া বসিয়া ঝিমাই-তেছেন। একবার একটু চমকিয়া সূত্র টানিয়া দেখিলেন। আবার ঢিলাদিয়া প্রতীক্ষায় রহিলেন। তিনি আপনাকে একখানি শাখায় উত্তমরূপে বাঁধিয়াছেন পাছে নিদ্রাঘোরে পড়িয়া না যান। পার্শ্বে পূর্ব্ব বর্ণিত দড়ির গোছাগুলি রহিয়াছে। বহুক্ষণ এইরূপ প্রতীক্ষান্তে একবার হাতের সূতায় টান পড়ায় চমকিয়া আনন্দে বিভোর হইলেন।

সূতার প্রান্তে অপেক্ষাকৃত মোটাসূতার এক প্রান্ত বাঁধিয়া ছাড়িতে লাগিলেন, ও দিক হইতে সুশীলা, টানিয়া লইতেছেন। এই সময়ে সুশীলার জানালার নিম্নে কিয়দ্দূরে নবীন ও ভৃত্য দেয়াল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। নবীনের হাতে বন্দুক তাহারা সূত্রাদির চালনা লক্ষ্য করিয়া আকারে ইঙ্গিতে নানা আলোচনা করিতেছেন। ক্রমে মোটা দড়িও

.........সহসা উপরের দড়াটার বাঁধন খুলিয়া দিলেন, ঠিক সেই সময়েই নবীনও বন্দুক ছুড়িলেন। প্রবোধও ভীষণ বেগে নদীতে গিয়া পড়িলেন।

[প্রেমের জয়—৩৯ পৃষ্ঠা]

পারাপার হইয়া আসিল। অবশেষে ২ গাছা মোটা দড়াও একত্রে আসিল। পরে ২ গাছা পৃথক হইয়া উপরে ও নীচে হইয়া বেশ একটী সেতু হইল। সুশীলা অপেক্ষাকৃত মোটা গাছা নীচে ও সরুগাছা উপরে করিয়া জানালায় বাঁধিলেন। ও দিকে প্রবোধ দড়াদুটী বেশ করিয়া টানিয়া উঁচু নীচু করিয়া দুটী শাখায় বাঁধিলেন। পরে একটী ধরিয়া নীচেরটীতে উঠিলেন। উদ্দেশ্যে ভগবানকে নমস্কার করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। মাঝখানে আসিতেই সুশীলার দৃষ্টি নীচের দিকে পড়িল। দেখেন নবীন বন্দুক ছুঁড়িবার যোগাড়ে আছেন। সুশীলা প্রমাদ গণিলেন। কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ভাবে ইতস্ততঃ করিয়া উর্দ্ধমুখে জোড়করে ভগবানকে ডাকিলেন। হঠাৎ এক বুদ্ধি যোগাইল। সহসা উপরের দড়াটীর বাঁধন খুলিয়া দিলেন, ঠিক সেই সময়েই নবীনও বন্দুক ছুঁড়িলেন। প্রবোধও ভীষণ বেগে নদীতে গিয়া পড়িলেন। প্রবোধের পোষাক এ সময়ে ট্রাউজার প্রভৃতিই ছিল (সার্কাসের পোষাক) অন্য কিছু ছিল না; হাতের দড়াটী হাতেই ছিল সেটাকে আরও আঁকড়াইয়া ধরিয়া ছিলেন। জলে পড়িতেই নবীন ঐ স্থান লক্ষ্য করিয়া আর একবার গুলি করিলেন। কিছুক্ষণ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া পাশব উৎসাহে হাস্য করিয়া উঠিলেন। সে হাস্য শব্দে সুশীলা চমকিয়া মূৰ্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। প্রবোধ নদীর পরপারে গাছ পালার মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইলেন প্রথমটা বুঝিতেই পারিলেন না যে তিনি কোথায় কি ভাবে আছেন। কিছুক্ষণ পরে বুঝিতে পারিলেন ও জল হইতে উঠিয়া সেবারকার মত আশা ত্যাগ করিয়া দ্রব্যাদি লইয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহার বিশ্বাস দৈবাৎ নবীন আসিয়া পড়িয়াছে ও তাহার গুলির আঘাতেই তিনি রজ্জুচ্যুত হইয়াছেন। একরূপ আশা ছাড়িয়া চলিলেন। বুঝিলেন, সুশীলাকে আর এখানে রাখিবে না।

(চতুর্থ ভাগ সমাপ্ত)

পঞ্চম ভাগ

প্রথম দৃশ্য।

কলিকাতায় প্রবোধের মেস।

বন্ধুগণ সহ বিষণ্ণ প্রবোধ। বন্ধুগণ নানাবিধ সান্ত্বনা ও আশ্বাস দিতেছেন। প্রবোধ একেবারে মুসড়িয়া পড়িয়াছেন। মণিবাবু প্রস্তাব করিলেন যে নবীনের বিরুদ্ধে ত প্রমাণের অভাব নাই, সুশীলাকে যেখানেই রাখুক না কেন; নবীনকে অনায়াসেই গ্রেফতার করিয়া হাজতে ফেলা যায়, তাকে একবার বাঁধতে পারলে কাজ অনেকটা সহজ হইয়া আসিবে। তখনি নিকটবর্ত্তী একজন উকীলবাবুর বাড়ী গিয়া 'ফোনে' সংবাদ দিবার ব্যবস্থা হইল।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উকীল বাবুর বাটির বৈঠক।

উকীল বাবু কাগজ পত্র দেখিতেছেন, 'ফ্যান' চলিতেছে, ভৃত্য তামাকু দিয়া গেল। মণিবাবু ও তুলসী বন্দ্যোর প্রবেশ। উকীল বাবু উভয়কে সমাদরে বসাইয়া 'কলিং' বেল সাহায্যে ভৃত্যকে ডাকিয়া চায়ের হুকুম দিলেন। উকীল বাবুর সহিত সমস্ত বিষয় জানাইয়া কথা বার্ত্তা স্থির হইল; তখনি পার্শ্ববর্ত্তী কামরায় যাইয়া টেলিফো গায়েড দেখিয়া ফোন করা হইল। এদিকে সি আই ডি আফিষে ইন্‌স্পেক্টর বাবুর কক্ষস্থ বেল বাজিতে তিনি স্বয়ং আসিয়া যন্ত্র কাণে তুলিয়া লইলেন। কথা বার্ত্তা স্থির হইল ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ পত্র গ্রহণ করিলেই তিনি উপযুক্ত লোকবলসহ

লোকনাথপুরে যাইবেন। ওদিকেও অমিয় সেন ওরফে রতীশ বাবু ভিন্ন এলেকার কতকগুলি লোক পুলিশের সাহায্যার্থ ঠিক করিয়া রাখিবেন। চা পানাদি অন্তে নমস্কার ও ধন্যবাদাদি করিয়া মণিবাবু ও তুলসী বাবু চলিয়া আসিলেন।

তৃতীয় দৃশ্য।

লোকনাথপুর।

তেজনারায়ণের বহির্ব্বাটি, প্রতিমা প্রস্তুত জন্য কাঠামোতে খড়ের বুঁদে প্রস্তুত হইতেছে, বহু বালক বালিকা ও অন্যান্য লোকে দড়ি পাকাইতেছে, কর্ত্তা কাছারীঘরের বারান্দায় চেয়ারে বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছেন ও দেখিতেছেন। একজন দারোয়াণ আসিয়া সংবাদ দিল, দারোগা পুলিশ আসিয়াছেন, কি হুকুম হয়। তখনি কয়েকখানা চেয়ার তথায় স্থাপিত হইল। দারোয়াণ সকলকে ডাকিয়া আনিলে তাঁহারা যথা যোগ্য আসনে বসিলেন। ৫।৭ জন কনষ্টেবল ও গ্রাম্য চৌকিদারগণ উঠানে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ইনস্পেক্টর বাবু পরো-আনা দেখাইলেন। তেজনারায়ণ একজন ভৃত্যকে বাড়ীর মধ্যে পাঠাইয়া দিলেন। সে আসিয়া সংবাদ দিল, নবীন বাবু ওপারে আছেন। কর্ত্তা বলিলেন, যে আপনারা এখানে বিশ্রামার্থি করুন নবীনকে সংবাদ দিয়া আনাইতেছি। দারোগা হাসিয়া সে প্রস্তাব গ্রহণে অক্ষমতা জানাইলেন। ও সদলবলে তখনি বাহির হইয়া গেলেন, একজন চৌকিদার এবং একজন কনষ্টেবল মাত্র তথায় থাকিল।

চতুর্থ দৃশ্য।

হরিপ্রিয়ার কক্ষ।

নবীন ও হরিপ্রিয়া কথোপকথনে ও হাস্য পরিহাসে রত।

মদ্যপানাদিও চলিতেছে কিছুক্ষণ বাদে উঠিয়া বিদায় গ্রহণান্তে নীচে আসিলেন ও বাটির বাহিরে আসিয়া অশ্বারোহণে চলিলেন। নবীনের যাইবার সঙ্গে সঙ্গে রতীশ পূর্ব্ববর্ণিত ভিন্ন এলেকায় ২০।২৫ জন প্রজা লাঠিয়াল সহ কিছু দূরে দূরে নবীনের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। নবীন নদীর সেতুর উপরে উঠিয়া ধীরে ধীরে অশ্ব চালনা করিতেছেন, প্রায় শেষ প্রান্তে আসিয়াছেন, এমন সময় একজন ভৃত্য দৌড়িয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া বলিল যে পুলিশ সহ দারোগা তাঁহাকে গ্রেফতার করিতে আসিতেছেন, অতএব পালাইয়া যান। শুনিবা মাত্র তিনি অশ্ব ফিরাইয়া লইয়া চলিলেন, এদিকেও দেখেন লাঠিয়ালগণ পূর্ব্ব হইতেই সেতুর মুখ আগুলিয়া রহিয়াছে, তখন নিরুপায় হইয়া আবার ফিরিয়া বেগে অশ্ব চালাইয়া দিলেন, প্রায় পার হইয়াছেন, এমন সময় দেখেন অশ্বারোহণে দারোগা ও জমাদার সহ, পুলিশ ফৌজ সেতুর উপরে আসিয়া পড়িয়াছেন। আবার ফিরিলেন, তখন লাঠিয়াল দলও অগ্রসর হইতেছে, ওদিকে পুলিশও অগ্রসর হইতেছে, নিরুপায় ও মরিয়া হইয়া তখন নবীন অশ্বসহ (অপারগে অশ্ব হইতে নামিয়া) নদীতে লাফাইয়া পড়িলেন। তখন দারোগার আদেশে পুলিশ ও লাঠিয়ালগণ দুভাগ হইয়া কতক এপারে কতক ওপারে হইয়া নবীনের সঙ্গে সঙ্গে স্রোতের অনুকুলে চলিতে লাগিল। রতীশবাবু এসব দলে নাই, তিনি গা-ঢাকা দিয়াছেন। একস্থানে নদীর বাঁকের মুখে কিছু বনানী আছে, এইখানে সিপাইদল কিছু আড়ালে পড়িল, নবীন এই ফাঁকে তীরে উঠিয়া ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া একটী ঘনপত্র-বিশিষ্ট উচ্চ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া আত্মগোপন করিলেন।

সিপাইদল ঘোড়ার পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া শূন্যপৃষ্ঠ অশ্ব দৃষ্টে নিজেদের আহাম্মুকী বুঝিতে পারিলেন। সে যাত্রা নবীন বাঁচিয়া গেল। সমস্তদিন বৃক্ষে থাকিয়া রাত্রিতে বৃক্ষ হইতে নামিয়া গ্রামান্তরে আশ্রয় লইলেন।

পঞ্চম দৃশ্য।

গোবিন্দপুর।

প্রবোধের কক্ষে বসিয়া প্রবোধ আপনার প্রতি বিতৃষ্ণা বশতঃ ধিক্কার দিতেছেন এবং আর বিবাহাদি না করিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া দেশের ও দশের হিতে আত্ম নিয়োগ করিবেন এই সমস্ত চিন্তা করিতেছেন। তবে বিধবা মাতার জীবিত কালে সেরূপ হওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু সংসারি হওয়া তাঁহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। তিনি কখনও ভাবিতেছেন মাতার মৃত্যুর পরে যে উত্তরীয় প্রভৃতি ধারণ করিবেন সেই বেশেই একেবারে গৃহত্যাগ করিয়া যাইবেন, মাতার পিণ্ডাদি গয়া ধামেই দিবেন। কখনও ভাবিতেছেন জটাজুটধারী সন্ন্যাসী হইয়া তিনি দেশে বিদেশে জনহিতকর কার্য্য করিবেন। আর্ত্তের ত্রাণ, বিপন্নের উদ্ধার, সুশীলার ন্যায় নিপীড়িতা নারীর রক্ষার বিধান। এইবারে নবীন নিশ্চয়ই সুশীলাকে বিবাহ করিবে। সুশীলা প্রবোধের মৃত্যু হইয়াছে জানিয়া বাধ্য হইয়াই তাহাকে বিবাহ করিতে স্বীকার করিবে। কিন্তু আন্তরিক ভালবাসা কিছুতেই নবীন পাইবে না। সংসারে শান্তি পাইবে না, সন্তানাদিও হইবে না, সংসারে সুখ না পাইয়া তীর্থ ভ্রমণে যাইবে, হরিদ্বারে হৌক বা ঐরূপ কোনও স্থানে উভয়ে বেড়াইতে যাইবে, তথায় নবীন ভয়ানক রোগে আক্রান্ত হইবে; এই সময়ে নিতান্ত নিরাশ্রয় সুশীলা পতির জীবন রক্ষার্থ ভগবানের প্রার্থনা করিবে, দৈবক্রমে প্রবোধ তথায় সন্ন্যাসী বেশে উপস্থিত হওয়ায় এবং নানাবিধ ঔষধাদির

ক্রিয়া ও গুণাদি শিক্ষা করায় নবীনকে সে যাত্রা বাঁচাইল, নবীন সন্ন্যাসীর পাদ বন্দনা করিল। ক্রমে প্রবোধ আত্ম পরিচয় দিলে নবীন সন্ন্যাসীর কাছে কাতর ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সুশীলার প্রকৃত স্বামী প্রবোধের হাতেই তাহাকে দিলে, প্রবোধ তাহা প্রত্যাখ্যান করিল। সুশীলা কাঁদিয়া গঙ্গায় আত্ম বিসর্জ্জন দিতে গেল। তখন প্রবোধ তাহাকে রক্ষা করিয়া সন্ন্যাসিনী করিয়া সঙ্গে লইতে স্বীকৃত হইল। এই সমস্ত ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে করিতে শেষ কি করিলে যে মনমত হইবে এবং সমাজ ও ন্যায়, ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া সুশীলাকে ঠিক হৃদয়ের মধ্যে পাওয়া যায়, ইহার একটা মীমাংসা করিতে না পারিয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন। এমন সময় পিয়ন একখানি সংবাদপত্র ও কয়েকখানি চিঠি পত্র দিয়া গেল। পত্রাদি পড়িয়া নির্ব্বিকার ভাবে রাখিয়া দিলেন, কিন্তু সংবাদপত্র পাঠ করিতে করিতে এক স্থান প'ড়য়া মুখভাবের নানারূপ পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। সংবাদটী এই ;—

হে, বঙ্গবাসী শিক্ষিত যুবকগণ। তোমাদের শিক্ষার প্রকৃত পরিচয় দিবার সুযোগ উপস্থিত, উত্তরবঙ্গের ভীষণ প্লাবনে তাহাদের জীবন রক্ষার জন্য যথেষ্ট অর্থ চাই, কিন্তু তাহা অপেক্ষা মূল্যবান বস্তুর আবশ্যক তোমাদের শারীরিক শ্রম। তোমরা স্বেচ্ছাসেবক হইয়া এই সমস্ত আর্ত্তের ত্রাণ জন্য বদ্ধপরিকর না হইলে শুধু অর্থে কিছুই হইবে না। ভাবিবার সময় নাই। যাহার প্রাণ আছে, যাহার হৃদয় আছে, যাহার মনুষ্যত্ব আছে ছুটিয়া আইস। তোমার দেশবাসী ভাইভগিনীগণ তোমার সাহায্য পাইবার আশায় ব্যাকুল ভাবে প্রতীক্ষা করিতেছে। অবিলম্বে ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া স্বেচ্ছাসেবক দলভুক্ত হও।

এইটুকু পড়িয়াই প্রবোধ কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইলেন। এই ত ঠিক কার্য্য পাইয়াছেন আর কালবিলম্ব নয়, অদ্যই তিনি ডাক্তার পি. সি. রায়ের দলভুক্ত হইবার জন্য যাত্রা করিবেন। তখনি মাকে ডাকিলেন,

মাতাকে সংক্ষেপে সমস্ত নিবেদন করিয়া বস্ত্রাদি গোছাইয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। মাতাও পুত্রের মানসিক অবস্থা জ্ঞাত ছিলেন, তবু একটু সান্ত্বনা পাইবেন আশায় বিনাবাক্যব্যয়ে তৎক্ষণাৎ সমস্ত গুছাইয়া দিলেন। প্রবোধ মাতার চরণ বন্দনা করিয়া যাত্রা করিলেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

উত্তর বঙ্গের একটী পল্লী প্রান্তর।

মাঠে কৃষকগণ কাজ কর্ম্ম করিতেছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, এখনই প্রবল বেগে বারিপাত হইবে; সকলেই অতিশয় ব্যস্ত হইয়া বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু আর যাওয়া হইল না বৃষ্টি আসিয়া পড়িল, মুশলধারে বর্ষণ। দেখিতে দেখিতে জল ভীষণ বেগে বাড়িতে লাগিল। ক্রমশঃ মাঠ ঘাট প্রভৃতি জলে সমাচ্ছন্ন হইয়া, ক্রমে ধান্যাদি ডুবিয়া গেল। গৃহস্থের বাড়ীর উঠানে জল আসিল। গৃহস্থগণ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া গরু বাছুর কোথায় রাখিবে স্থির করিতে লাগিল। পরে ঘরের দাওয়ায় জল উঠিতে থাকায় ছেলে পিলে লইয়া কোথায় যাইবে বলিয়া সকলে আকুল হইয়া পড়িল। কেহ বা তক্তাপোষ ভাসাইয়া তাহাতে ছেলেদের বসাইয়া দ্রব্যাদি সাধ্যমত তাহাতে স্থাপন করিল। জল আরও বাড়িল। ঘর দ্বার ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। আবাল-বণিতা-বৃদ্ধ জলে সন্তরণ করিতে লাগিল। কেহ ডুবিল, কেহ ভাসিয়া গেল, কেহ ভাসমান ঘরের চালায় আশ্রয় লইল। গরু, বাছুর, কুকুর, বিড়াল ভাসিয়া যাইতে লাগিল, কেহ বৃক্ষে আশ্রয় লইল। আসন্নপ্রসবা বৃক্ষডালে বসিয়া প্রসব বেদনায় অস্থির। স্বামী ও আত্মীয়গণ ব্যাকুলভাবে নিরুপায়ে ভগবানকে ডাকিতে লাগিল। ও ইতস্ততঃ কোনও আশ্রয়ের চেষ্টা করিতে লাগিল। ঘরের চালায় সন্ত-প্রসূত শিশুসহ মাতা ও অপর পার্শ্বে ভয়ে ব্যাকুল ব্যাঘ্র বসিয়া আছে।

মুসলমান ও ব্রাহ্মণ একই ভেলায় বসিয়া পান ভোজন করিতেছে। যুবতী প্রায় উলঙ্গাবস্থায় পরপুরুষের সঙ্গে একই বৃক্ষে আশ্রয় লইয়াছে। এক কথায় সব একাকার, সকল বৈষম্য দূরীভূত হইয়াছে, এখন জীবন মরণ সমস্যা, মানবের প্রকৃত মনুষ্যত্ব এই সময়েই ফুটিয়া উঠিয়াছে। বৃথা ভেদবুদ্ধি প্রভৃতি মানবের হাতে গড়া আইন কানুন এখন অচল। বিশ্বপিতার সনাতন বিধিই এক্ষণে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। স্বেচ্ছাসেবক-দল, এক একখানি নৌকায় চিড়া, বস্ত্র ও ঔষধ প্রভৃতি লইয়া স্থানে স্থানে বিপন্নদের উদ্ধারে যাতায়াত করিতেছে। আমাদের প্রবোধ কুমারের দলও, একস্থানে নৌকা করিয়া গিয়া উপস্থিত। নিকটেই একটী ভগ্ন দ্বিতল গৃহ হঠাৎ জলমগ্ন হইয়া গেল, নৌকা কিছু দূরে থাকিলেও তাহার ভীষণ তরঙ্গাঘাতে প্রায় জলমগ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল। এমন সময় একটী নারী-দেহ আসিয়া নৌকার সঙ্গে লাগিল। ধরিয়া তুলিয়া দেখা গেল, মস্তকটী থেঁৎসাইয়া গিয়াছে, কিছুক্ষণ পরেই সে মারা গেল। তাহার বস্ত্রখানি খুলিয়া লইয়া জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইল। আর একটী রমণীদেহ নৌকার নিকট দিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল, প্রবোধ ধরিয়া নৌকায় তুলিলেন, কিছুক্ষণ শুশ্রূষার পরে সংজ্ঞা লাভ করিল, এই আমাদের হতভাগিনী সুশীলা, নবীন কর্ত্তৃক বন্দিনী হইয়া এই ভগ্ন অট্টালিকায় অবরুদ্ধা ছিল। আজ দৈবক্রমে সে কারামুক্ত হইয়া আপন হৃদয় দেবতার আশ্রয়ে নীতা হইল, প্রবোধ ভগবানকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিলেন, প্রাণ খুলিয়া বলিলেন, "মানব সহস্র বৎসরের চেষ্টায় যাহা করিতে পারে না, ভগবান চক্ষের নিমিষে তা সিদ্ধ করিতে পারেন। তিনি সর্ব্বশক্তিমান নিখিল বিশ্বের পিতা, পাপীর দণ্ড দাতা, সাধুর রক্ষক, কর্ম্মফল বিধাতা।" তৎক্ষণাৎ নৌকা ফিরাইয়া লইয়া সুশীলাকে কলিকাতায় তাহার পিতামাতার নিকট রাখিতে গেলেন।

সপ্তম দৃশ্য।

কলিকাতা, শান্তিময়ের বাসাবাটী।

শান্তিময় পাঠে নিযুক্ত, বাহিরে কড়ার শব্দে যাইয়া দ্বার খুলিয়া দেখেন সুশীলা সহ প্রবোধ উপস্থিত, তখনকার ব্যাপার বর্ণনা করা বৃথা, সহজেই অনুমেয়। মাতা, পিতা, কন্যা সকলে, কাঁদিয়া, হাসিয়া, আদর করিয়া, চুম্বন করিয়া, প্রবোধকে আশীর্ব্বাদ করিয়া একটা ভীষণ ব্যাপার করিয়া তুলিলেন। পার্শ্বের বাটীর ছেলে মেয়েরা ব্যাপার কি হইল বলিয়া আসিয়া উপস্থিত। আবেগের মুহূর্ত্ত কাটিয়া গেল, প্রবোধ থাকিবার জন্য বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ হইয়াও, অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া বিদায় লইলেন; তবে যাইবার পূর্ব্বে জল খাইবার অনুরোধটা রক্ষা করিয়া গেলেন।

অষ্টম দৃশ্য।

নবীনকিশোরের বাটীর কক্ষ।

নবীনকিশোর একখানি পত্র পাঠ করিতেছেন, পত্র এইরূপ,—

ধর্ম্মবতার, হুজুর, এদিকে ভারি জল হয়া সব তলায়ে যাছে,শিগ্গির এঠি থিকে অন্য ঠাঁই যাবের না পার'ল, সগলেকই মরা লাগবি। আপনি আর দেরী করবেন না, পত্তর পাবেন কি এঠি রওনা হবেন। পত্তর লেখানের মানুষ পাওয়া যায় না। আপনার চাকর।—

নবীন পত্র পাঠ করিয়া অত্যন্ত চিন্তাকুল হইলেন। কিছুক্ষণ চিন্তার পর, তখনই উঠিয়া বস্ত্রাদি পরিধান করিলেন। পুলিশের ভয়ে তিনি এক্ষণে চুল দাড়ী গোঁপ প্রভৃতি সর্ব্বদা সঙ্গে রাখেন। তৎক্ষণাৎ একজন মাড়োয়ারীর মতন গালপাট্টা গোঁপ দাড়ী পরিয়া মাড়োয়ারী-পোষকে ছাতা ও ছড়ি লইয়া একটী ব্যাগ সহ বাহির হইলেন।

নবম দৃশ্য।

জলপ্লাবিত প্রদেশ।

একটী বড় বৃক্ষ শাখায় নবীনের ভৃত্য প্রেতের ন্যায় অর্দ্ধনগ্নাবস্থায় বসিয়া আছে, দেখিলে চেনা যায় না। ৪।৫ দিন অনাহারে একেবারে কঙ্কালসার হইয়া পড়িয়াছে, নবীন মাড়োয়ারী বেশে নৌকা যোগে তথায় যাইতেই, এই প্রেততুল্য ভৃত্য তাঁহাদিগকে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, নবীন প্রথম চিনিতেই পারিল না। শেষে কতকটা পরিচিতের মত মনে করিয়া অগ্রসর হইতে বলিলেন। কিন্তু নৌকার মাঝিরা ভূতের ভয়ে অগ্রসর হইতে নারাজ, তাহারা কিছুতেই তাহাকে জীবন্ত নর বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। অগত্যা প্রভুর আদেশে বৃক্ষ নিম্নে নৌকা লইতেই ভৃত্য লাফ দিয়া নৌকায় পড়িল ও পৈশাচিক ভ্রূকুটী করিয়া একেবারে নবীনকে জড়াইয়া ধরিল। নবীন ছাড়াইতে চেষ্টা করিল, প্রেতমূর্ত্তি তার কণ্ঠে কামড়াইয়া ধরিয়া উভয়ে নৌকার উপর পড়িয়া গেল। মাঝিদের একজন ভয়ে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল, অপর জন সভয়ে ভূত বধ মানসে, বংশাঘাতে উভয়েরই প্রাণ সংহার করিল। তখন অপর বাহক জল হইতে উঠিয়া, নবীনের বস্ত্রাদি খুলিয়া লইয়া শব দুটী জলে নিক্ষেপ করিল। পাপীর জীবনের শেষ এইখানেই হইল।

দশম দৃশ্য।

প্রবোধ ও সুশীলার ফুলশয্যার বাসর।

সঙ্গিনীগণ যথা বিধানে নৃত্য-গীত বাদ্যাদি শেষ করিয়া উভয়ের জন্য শয্যায় পুষ্পাদি বিছাইয়া বসাইয়া দিলেন ও মশারিটী খাটাইয়া দিলেন। মশারির পর্দ্দায় ফুলের অক্ষরে লেখা আছে, 'প্রেমের জয়' 'শুভরাত্রি'।

সমাপ্ত।